CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 18 November 2021 ■ আগরতলা ১৮ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ১ অগ্রহায়ন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দুই আইনজীবী ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ বলে পুলিশের দায়েরকৃত মামলা বাতিলের আবেদন না-মঞ্জুর সুপ্রিম কোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। দুই আইনজীবী এবং এক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন-১৯৬৭ (ইউএপিএ)-এর বলে ত্রিপুরা পুলিশের দায়েরকৃত মামলা বাতিলের আবেদন মঞ্জুর করেনি সুপ্রিম কোর্ট। তবে তাঁদের গ্রেফতারিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু তদন্তকাজ বন্ধ করার জন্য আদেশ দেয়নি প্রধান বিচারপতি এনভি রামান্নার নেতৃত্বে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি রামান্না, বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ ওই আবেদনের শুনানি শেষে ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছিল। বিশ্বহিন্দু পরিষদ সহ বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। এমনই এক বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পানিসাগর থানাধীন রোয়াবাজার এলাকায় উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হয়।

নেটিজেনদের একাংশ ত্রিপুরার বাইরের হিংসার ছবি এনে রাজ্যের ঘটনা উল্লেখ করে প্রচারে নিয়েছিলে। এতে মসজিদে অগ্নিকাণ্ড এবং ভাঙচুরের ঘটনা দেখানো হয়। ত্রিপুরা পুলিশ তদন্তে নেমে এ ধরনের কোনও ঘটনার প্রমাণ পায়নি। কিন্তু গুজব সারা দেশে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছিল যে বিভিন্ন সংগঠন ত্রিপুরার পরিস্থিতির খোঁজ নেওয়ার জন্য ছুটে আসে।

সত্য অনুসন্ধানের নামে দিল্লি ভিত্তিক আইনজীবীদের এক প্রতিনিধি ত্রিপুরায় এসে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখে। বহু সাংবাদিকও ত্রিপুরায় ওই গুজবের সত্যতা যাচাই করতে আসেন। কিন্তু দেখা গেছে, ত্রিপুরায় সত্যের খোঁজে এসে অনেকেই উল্টে গুজব ছড়িয়েছেন। এমনই আইনজীবী মুকেশ, আইনজীবী আনসারুল হক আনসারী এবং সাংবাদিক শ্যাম মীরা সিং ত্রিপুরার ঘটনা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। সত্যের সাথে মিল না রেখে তাঁরা ওই সমস্ত পোস্ট দিয়েছেন অভিযোগ এনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে গত ৩ নভেম্বর ইউএপিএ বলে মামলা রুজু করে নোটিশ পাঠিয়েছিল।

শুধু ওই তিনজন নয়, ত্রিপুরা সম্পর্কে সামাজিক মাধ্যমে গুজব রটানোর অভিযোগে পুলিশ ১৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা নিয়েছে। বহু টুইটার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার জন্য নোটিশ পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়িয়েছে এমন ১২৮টি পোস্ট চিহ্নিত হয়েছে। তাতে ৯৪টি টুইটার পোস্ট, ৩২টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্দেহভাজন ২৫ জন বহিরাগত আটক আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। সন্দেহজনকভাবে অবস্থানরত আগরতলার এক বিয়েবাড়ি থেকে বহিরাগত ২৫ জনকে আটক করেছে রাজ্য পুলিশ। তাঁরা কলকাতা থেকে এসেছেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন। পুলিশ আগরতলায় তাঁদের আগমনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা যুব তৃণমূলের আহ্বায়ক বাপ্টু চক্রবর্তী অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেওয়ার জন্য আগত দলীয় কর্মীদের ত্রিপুরা পুলিশ অন্যায়ভাবে আটক করেছে। গতকালও পাঁচজনকে আটক করেছিল পুলিশ। তাঁদের মধ্যে একজনকে ছেড়ে দিয়েছে। বাকি চারজনকে পুলিশ আজ আদালতে সোপর্দ করেছে।

আজ বুধবার আগরতলার শিবনগর কলেজরোড সংলগ্ন একটি বিয়ে বাড়ি থেকে সন্দেহভাজন ২৫ জনকে পুলিশ আটক করেছে। তাঁরা কয়েকদিন ধরে ওই বাড়িতে রয়েছেন। পুলিশের দাবি, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে বিয়েবাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় ভোট প্রচারে গিয়ে বিজেপি-তৃণমূলে সংঘর্ষ রক্তাক্ত উভয় দলের কর্মীরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,১৭ নভেম্বর।। নির্বাচনী প্রচারকে কেন্দ্র করে শাসক বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষে থমথমে পরিস্থিতি তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের। আটক করা হয়েছে তৃণমূল ৪ জন কর্মী-সমর্থকদের। উল্লেখ্য পাড়ায় পাড়ায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের মুখোমুখি সংঘর্ষে উত্তপ্ত তেলিয়ামুড়া। ঘটনা তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৩ এবং ১৪ নং ওয়ার্ডে,বুধবার রাতে।

খবরে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৩ এবং ১৪ নং ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচারে বের হয় বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। বিজেপি কর্মীরা যখন প্রচার শেষ করে ফিরছিলেন তখন প্রচারে বের হয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। দুই দলের মুখোমুখি হতেই মুহূর্তে ইট-পাটকেল ছোঁড়া শুরু হয়।

অভিযোগ, এমন সময় শাসক দলের নির্বাচনী প্রচারের মিছিল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থকদের উপর অকথ্য বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি।এতে করে ইট-পাটকেল ছোঁড়ার ফলে উভয় দলের কর্মীরা অল্পবিস্তর আহত হয়। তবে যতটুকু খবর তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মী বেশ আহত হয়েছে।এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সহ বিশাল টি.এস.আর বাহিনী। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ভোট প্রচারে বেরিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা তেলিয়ামুড়া জুড়ে থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। হদ শাসক দলের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ও প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। পরপর এসব ঘটনা ঘটলেও পুলিশ একটি ক্ষেত্রেও কাউকে আটক করতে পারেনি। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন মহল থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আসন্ন পুর ও নগর ভোটের দিনক্ষণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর ভোট ঃ আগরতলায় ইভিএম কমিশনিং শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমের ৫১ টি আসনের ইভিএম মেশিন কমিশনের কাজ বুধবার থেকে শুরু হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সামনে ইভিএম মেশিন গুলি কমিশনিং করে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে মজুদ রাখা হচ্ছে। আগামী ২৫ শে নভেম্বর আগরতলা পুরো নিগমের ৫১ টি আসনে ভোটগ্রহণ।ভোটগ্রহণের যাবতীয় প্রশাসনিক প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ইভিএমের মাধ্যমে পুরনিগমের ভোট গ্রহণ করা হবে।

৫১ টি আসনেই বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। ভোট গ্রহণের জন্য ইভিএম মেশিন কমিশনের কাজ বুধবার শুরু হয়েছে। উমাকান্ত স্কুলের নির্ধারিত স্থানে ইভিএম মেশিন কমিশনিংএর কাজ শুরু করা হয়। রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্ট দের সামনে ইভিএম মেশিন গুলি কমিশনিং করা হচ্ছে। সদরে এজিএম তথা রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে জানান প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক প্রার্থী রয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী নাম ও প্রতীক চিহ্ন ইভিএম মেশিনে কমিশনিং করা হয়।এক্ষেত্রে যাতে কোনো রাজনৈতিক দলের কিংবা প্রার্থীর মনে কোন ধরনের দ্বিধাদন্দ্ব না থাকে সেজন্য নিয়ম অনুযায়ীপ্রতিটি রাজনৈতিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের বাম প্রার্থীদের প্রচারে যুব সংগঠনগুলির উদ্যোগে মিছিল আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

এডিসি-তে সরকারি মহিলা কর্মচারীদের এক বছর সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রস্তাব প্রদ্যুতের, উঠেছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি)-এ কর্মরত সরকারি মহিলা কর্মচারীদের এক বছর সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির প্রস্তাব দিয়েছেন এমডিসি প্রদ্যুৎবিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা। তবে, এডিসি প্রশাসন এখনও নিজস্ব চাকরি নীতি প্রণয়ন করেনি। ত্রিপুরা সরকারের চাকরি নীতি মেনে চলছে এডিসি। এক্ষেত্রে বর্তমানে এডিসির মহিলা সরকারি কর্মচারীরা ত্রিপুরা সরকারের নীতি মোতাবেক ছয় মাসের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি পাচ্ছেন। ফলে এডিসি প্রশাসন নিজস্ব চাকরি নীতি প্রণয়ন ছাড়া ওই প্রস্তাব কীভাবে কার্যকর করবে, উঠেছে প্রশ্ন।

আজ বুধবার খুমুলুঙে অবস্থিত এডিসির সমস্ত অফিসের অফিসার ও কর্মচারীদের নিয়ে নুউাই অডিটোরিয়াম হল-এ অফিসের কর্মসংস্কৃতি বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এডিসির উপদেষ্টা ও প্রশাসন সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান তথা এমডিসি প্রদ্যুৎকিশোর মানিক্য দেববর্মা, মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, উপদেষ্টা ও প্রশাসন সংস্কার কমিটির সদস্য বিজয় কুমার রাঙখল, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সিকে জমাতিয়া। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক উষারঞ্জন দেববর্মা, উপ-মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুব্রত চৌধুরী সহ নির্বাহী আধিকারিকগণ ও বিভিন্ন দফতরের প্রধানগণ।

বৈঠকে প্রদ্যুৎ দেববর্মা এডিসির সরকারি মহিলা কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন এক বছর সবেতন ছুটি দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিমা, হাউজিং পলিসি, লোন পলিসি সহ কর্মচারীদের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখেন তিনি। সাথে অফিসগুলোতে মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত সুলভ শৌচালয় এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন প্রদ্যুৎকিশোর।

তাঁর কথায়, একজন কর্মচারীর কাছে অফিস হচ্ছে মন্দির। দিনের অধিকাংশ সময় সেখানেই কাটান তাঁরা। তাই স্বচ্ছতা বজায় রেখে জনগণের কাজ সময়মতো শেষ করার উপর জোর দেন প্রদ্যুৎ দেববর্মা। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা পাঁচ বছর পর ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু সরকারি কর্মচারী ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করেন। অবসরে যাওয়ার পর নবপ্রজন্মের কাছে চাকরি জীবনের স্মৃতি তুলে ধরেন তাঁরা। তাঁর মতে, পোশাক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা লাঘবে গৃহিত পদক্ষেপ হাইকোর্টকে জানাল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা হাইকোর্টের সামনে একটি বিশদ হলফনামা পেশ করেছে। হলফনামায় সংবেদনশীল এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরে আসে তা নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা পুলিশের প্রথম থেকে নেওয়া পদক্ষেপের প্রতিবেদন সংযুক্ত রয়েছে।

রাজ্য সরকার তার হলফনামায় উল্লেখ করেছে যে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম দুটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করেছে। ব্যবস্থা নেওয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা পুলিশ জাল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলিকে চারটি নির্দিষ্ট বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেছে। যেমন জাল টুইট, অতিরঞ্জিত টুইট, জাল ফেসবুক পোস্ট এবং অতিরঞ্জিত ফেসবুক পোস্ট। যেসব পোস্টে ত্রিপুরাকে খারাপ আলোয় দেখানোর জন্য অন্য জায়গার ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলোকে জাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যে পোস্টে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা দেখা গেছে সেগুলোকে অতিরঞ্জিত পোস্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হাইকোর্টে সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী একজন শীর্ষ আইনজীবী বলেছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুল কামাই করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শিক্ষকরা, পঠনপাঠন শিকেয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। স্কুল ফাঁকি দিয়ে অন্যত্র চুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিক্ষকরা। শিক্ষকের অপেক্ষায় ক্লাসে বসে রয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ৬ জনের মধ্যে উপস্থিত দুই জন। এমনই চিত্র ধরা পরল সোনামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক এর অধীনে উরমাই জলধর চৌধুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে । উরমাই জলধর চৌধুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে

মোট শিক্ষক শিক্ষিকা ৬ জন। ছাত্র ছাত্রীর প্রায় ১৩০ জনের উপর। অষ্টম শ্রেণীর পর্যন্ত এই বিদ্যালয়টি। এই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হয় না বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।আজ আমাদের প্রতিনিধি সেখানে গিয়ে ঘটনার সত্যতা পায়। ৬জনের মধ্যে একজন শিক্ষক একজন শিক্ষিকা উপস্থিত। প্রধান শিক্ষক অফিসিয়ালি কাজে জেলাশাসকের অফিসে। বাকি ৩ জনের হদিস নেই। দীর্ঘ দিন ধরে এই ভাবেই চলছে বিদ্যালয়টি।শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এ ধরনের আচরণে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবক মহলে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। বিষয়টি স্থানীয় অভিবাবকদের পক্ষ থেকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।

শিক্ষক হলেন সমাজের মেরুদন্ড। শিক্ষকরাই গঠন করেন ভবিষ্যতের সুনাগরিক। সেই শিক্ষকদের একাংশ যখন নিজেদের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে উদাসীন হয় কখনোই সমস্যা দেখা দেয়।উরমাই জলধর চৌধুরী পাড়া উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে এ ধরনের পরিলক্ষিত হয়েছে।

বক্সনগরে বাইকের ধাক্কায় প্রাণ হারালেন পথচারী বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৭ নভেম্বর।। দিন দিন সোনামুড়া মহাকুমার যান দুর্ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।এই যান দুর্ঘটনায় কখনো কখনো গুরুতর জখম, আবার কখনো জান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কখনও হাত পা ভেঙ্গে পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে ঘরে বসে রয়েছে। কিন্তু এই যান দুর্ঘটনা এড়াতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সোনামুড়া আরক্ষা মহকুমা প্রশাসক। এমনই একটি যান দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটে বক্সনগর থানার সামনে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বুধবার বিকাল ৪ টা ৩০ মিনিটে বক্সনগর চৌমুনী এলাকার দীপক চন্দ্র দেবের ৬০ বছর বয়সী স্ত্রী বাড়ি থেকে তার নিজের চিকিৎসা করার জন্য বক্সনগর চৌমনীতে প্রাইভেট ডাক্তার বিনয় বাবুর কাছে যাচ্ছিলেন।আর তখনই বিশালগড় থেকে বক্সনগর চৌমুনির দিকে টি আর ০৭-৬৬৫০ নম্বর একটি পালসার বাইক নিয়ে নয়নজলার লতিফ মিয়ার মেয়ের জামাই রাজু মিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর আটক কুখ্যাত চোর, উদ্ধার স্বর্ণালঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।।গোপন সংবাদের ভিতিতে ধর্মনগর থানার পুলিশ এক কুখ্যাত চোর সহ চুড়ি যাওয়া স্বর্নালংকার উদ্ধার করতে সক্ষম।আটক চোর কলেজ ছাত্র পরিচয় দিয়ে ধর্মনগর শহরে ভাড়া ঘরে থেকে চুরি করতো।ঘটনার বিবরনে জানা যায়,গত কয়েক মাস যাবত উত্তর জেলার ধর্মনগর শহর এলাকাতে বেশ কয়েকটি দুঃসাহসিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত ঘিরে বিলোনীয়া হাসপাতালে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার চিত্তাখলা এলাকায় গৃহবধূ সুপ্রিয়ার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ির লোকজনদের মধ্যে মতভেদ চরম আকার ধারণ করেছে। পুলিশের বিরুদ্ধেও পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এনেছে মৃতার পরিবারের লোকজনরা। মরেও শান্তি পেল না ২০ বছরের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ সুপ্রিয়া। এমনই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে বিলোনিয়া মহাকুমা হাসপাতাল চত্বরে। মতাই চাইলতা চিত্তাখোলা শশুর বাড়ির পক্ষ থেকে আত্মহত্যার কথা বলা হলেও বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে গৃহবধূ সুপ্রিয়াকে খূনের অভিযোগ করা হয়।

অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ঘিরে সারা মহকুমা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়ার পর অবশেষে মৃতদেহের পোস্টমর্টেম নিয়ে শুরু হয় ভিন্ন ধরনের তালবাহানা। যদিওবা গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের চাপে অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে বিলোনিয়া হাসপাতালে মৃতদেহ ময়না তদন্ত করা হয়। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের অভিযোগ বিলোনিয়া মহিলা থানার তদন্তকারী অফিসার নাকি অভিযুক্তদের সাথে যোগ সাজেশ করে অভিযুক্তদের বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। এ নিয়েও এক সময় হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয় উত্তেজনা। এছাড়া মৃতা গৃহবধূর ময়না তদন্তে স্বাক্ষর নিয়েও চলে উত্তেজনা।

অবশেষে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটেন আসে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও বিলোনিয়া থানার ওসি সহ পুলিশ টি.এস.আর বাহিনী।মঙ্গলবার সকাল থেকে বিলোনিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির সর্বাত্মক উন্নয়নে কাজ করছে কেন্দ্র, জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষক কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। আজ বুধবার ত্রিপুরার লেম্বুছড়ায় অবস্থিত ফিশারি কলেজে প্রদর্শনী, মতবিনিময় এবং সম্প্রসারিত পরিকাঠামোর উদ্বোধন করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নরেন্দ্রসিং তোমর। তাঁর কথায়, এই অঞ্চলের উন্নয়ন সাধনে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত পথে কৃষক-হিতৈষী নীতির মাধ্যমে গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তোমর বলেন, কৃষিক্ষেত্রের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও সমস্ত স্তরের কৃষকদের সুবিধার্থে ১০ হাজার এফপিও স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রায় কাজ চলছে। অর্থকরি ও লাভজনক ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। যার অন্যতম লক্ষ্য কৃষিক্ষেত্র ও কৃষকদের মানোন্নয়ন। তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার সঠিক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তবে বিগত সরকারের সময়ে অনেকাংশেই বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ রূপায়ণে প্রকৃত প্রতিফলন পাওয়া যেত না, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি। তাঁর মতে, দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্রোতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলছে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং সমস্যা নির্মূলীকরণে পূর্বাঞ্চল সফর করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। স্মার্টআপ সহ প্রাথমিক ক্ষেত্রে যুব-উদ্যোগীরা আধুনিক ভাবনায় সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কৃষি-নির্ভর বড় শিল্প বিকাশের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।

লেম্বুছড়ায় ফিসার কলেজে কেন্দ্রীয় কৃষি কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্রসিং তোমব ও মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। ছবি নিজস্ব।

নরেন্দ্রসিং তোমর বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার অধীনে, ১১ কোটিরও বেশি কৃষককে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১.৬০ লক্ষ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্যও ভালো কাজ করেছে এবং এই দলগুলি ৪ হাজার থেকে ২৬ হাজারে উন্নীত হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৪২ ◘ ১৮নভেম্বর ২০২১ ইং◘ ১ অগ্রাহায়ণ ◘বৃহস্পতিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কর্মবিমুখতাই দেশের সামনে বড় সমস্যা

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ কমিতেছে। সরকার সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে। নতুন করিয়া কর্মী নিয়োগের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে না সরকার। ফলে প্রতিনিয়ত দেশের প্রতিটি রাজ্যের বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাইয়া বেকারদের মধ্যে হতাশা বাড়িতেছে। সেই হতাশা থেকেই যুবকরা বিপথে পরিচালিত হইতেছে। ইহার দায় সরকার বা রাষ্ট্রশক্তি কোনভাবেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বেকার যুবক সংস্থাগুলো কর্মসংস্থানের দাবিতে আন্দোলন মুখি হইতেছে।

কর্মসংস্থানের দুনিয়ায় দৃষ্টান্ত

মূল সমস্যা দারিদ্র। তাই সামাজিক মর্যাদাতেও তাহারা পিছাইয়া। আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা মানুষের চোখ খুলিয়া দিয়াছে। মানুষ বুঝিতে শিখিয়াছে সবটা নিয়তির খেলা নয়। মানুষের আসল নিয়ন্তা মানুষ নিজেই। অশিক্ষা-বেকারত্ব-দারিদ্র-অপুষ্টি-সামাজিক অন্যায় মিলিয়া একটি দুষ্টচক্র। এগুলির যেকোনও একটি রহিয়া যাওয়ার অর্থ বাকিগুলিকেও মানিয়া নেওয়া। এই শৃঙ্খলের প্রতিটি উপাদানের কাছে আত্মসমর্পণ করা। আলোকপ্রাপ্ত মানুষ উপলব্ধি করিল, উন্নত জীবন তাহারও অধিকার। এর সঙ্গে দেশ ধর্ম জাতি বর্ণ লিঙ্গ প্রভৃতির কোনও সম্পর্ক নাই। তবে, এই অধিকার কেউ দয়াপরবশ হইয়া দিবে না। নাগরিকদের ভালো রাখা এবং তাহাদের জীবনমানের উন্নয়নের ব্যাপারে খুব কম রাষ্ট্রই দায়িত্ববান। অনুদার রাষ্ট্রগুলির রাজই এই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। তাই চেতনাসম্পন্ন মানুষ পরিষ্কার জানিয়া গিয়াছে, প্রাপ্য অধিকার তাহাকেই অর্জন করিতে হইবে। প্রয়োজনে ছিনাইয়াও নিতে হইবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে। প্রতিটি সমাজে নারীই বেশি অবহেলিত। তাহাদের শ্রমের আর্থিক মূল্যায়ন হয় না। অথচ, পুরুষের তুলনায় মহিলাদেরই বেশি পরিশ্রম করিতে হয়। বিশেষ করিয়া যেসব মহিলা ছোট ছোট সন্তানসহ বিধবা কিংবা বিবাহবিচ্ছিন্ন হয়, তাহাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। তাই এমন চিন্তাভাবনার শরিক কিছু নারীই প্রথমে সঙ্ঘবদ্ধ হইল। মোটামুটিভাবে একইরকম আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ওই মহিলাদের উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট কোনও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করা এবং সেটি চালাইয়া যাওয়া। তাহারা নিজেরাই পুঁজি জোগাড় করিবে। ব্যবসার পুরো কাজকর্ম পরিচালনাও করিবে তাহারা মিলিতভাবে। চূড়ান্ত লক্ষ্য, ওই গোষ্ঠীর সকলের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নত করা। ভারতে এর শুরু ১৯৫৪ সালে। আমেদাবাদের টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন তাহাদের একটি মহিলা শাখা খোলে, সংশ্লিষ্ট শ্রমিক পরিবারের কিছু মহিলাকে সেলাই, বুনন ইত্যাদি কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। বস্তুত এখান থেকেই সেলফ হেল্প গ্রুপ বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়। ১৯৭২ সালে ভারতে গড়িয়া ওঠে সেলফ এমপ্লয়েড উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন। ইলা ভাট নামে এক সংগঠক তাঁতি, কুমোর, হকার প্রভৃতি কিছু দরিদ্র পরিবারের মহিলাদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। তাঁহিদের কিছু আয়ের ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবারগুলির জীবনমান পাল্টে দেওয়ার আশায়।

১৯৯২ সালে নাবার্ড কিছু ব্যাঙ্ক লিঙ্কেজ প্রজেক্ট উপহার দেয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য। এটাই বিশ্বের বৃহত্তম মাইক্রোফিনান্স প্রজেক্ট। পরের বছরই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহায়তা নিয়া, নাবার্ড বিভিন্ন ব্যাঙ্কে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। কেন্দ্রের স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনারও উদ্দেশ্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতের আর্থ-সামাজিক চেহারায় ইতিবাচক বদল আনা। এটাই পরবর্তীকালে ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুডস মিশনে রূপান্তরিত হইয়াছে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেও স্বনির্ভর গোষ্ঠী চেতনা উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি রাষ্ট্রগঠনের নানা ধরনের কর্মসূচিতে সক্রিয় রহিয়াছে। কুটির শিল্প, ছোটখাট ব্যবসা, মিড ডে মিল, পুষ্টিবিধানের প্রকল্প প্রভৃতিতে তাহারা যুক্ত রহিয়াছে সরকারের সঙ্গে নানা শর্তে। সরকারি হিসাবে, ভারতে এই মুহূর্তে ৬৬ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ৭ কোটি ২০ লক্ষ মহিলা। গত তিনদশকে ভারতের কয়েক কোটি দরিদ্র ও প্রান্তিক পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পিছনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির অবদান স্বীকার্য।

মহিলাদের দারিদ্র ও সামাজিক সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে এমন নয়। কিন্তু পুরুষদের বেকারত্ব এবং তৎসহ কিছু সামাজিক সমস্যাও বর্তমান। এই অন্ধকারও সমানভাবে দূর করা দরকার। বেকারত্ব নিয়া রাজনীতি অনেক পুরনো। সেখানে পরোক্ষে মূলত পুরুষের বেকারত্বের প্রতিই ইঙ্গিত থাকে। সরকারি চাকরি, নিদেনপক্ষে বিকল্প কর্মসংস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারি উদ্যোগ যখন অধরা তখন রাজ্যগুলির উপর বাড়তি দায় বর্তায়। ত্রিপুরার বর্তমান রাজ্য সরকার গোপালন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পশু পাখি পালন, মৎস্য উৎপাদন সহ বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করিয়া বেকারদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহাতে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকার আরও বেশ কিছু প্রকল্প রূপায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। বেকারত্ব দূর করিবার জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পক্ষে এই ধরনের পদক্ষেপ একদিকে যেমন বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে ঠিক তেমনি রাজ্যের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাইবে। এই ধরনের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে যে কোন রাজ্য ও সমাজকে আর্থিক দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিবার অন্যতম উপায়ও বটে।

রাজ্যের বেহাল পুরসভা নিয়ে টুইটে তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের বেহাল পুরসভা নিয়ে টুইটে তোপ দাগলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ত্রিপুরা পুরসভার নির্বাচনে ভোটের জন্য ঝাঁকুনি দেওয়ার সময়, টিএমসি আমাদের পৌরসভাগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা ভুলে গিয়েছিল। জলাবদ্ধতা, বর্জ্যের ঢিবি ডেঙ্গুর বিস্তার ঘটিয়েছে। কর্তৃপক্ষ কি ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের উপেক্ষা করে অযাচিতভাবে তরুণদের প্রাণহানি করবে? এরপর লিখেছেন, "ত্রিপুরায় পুরসভা ভোটে গলা ফাটিয়ে ভোট চাওয়া তৃণমূল সরকারের দখলে থাকা এ রাজ্যের পৌরসভার বেহাল দশা! জমা জল, আবর্জনার স্তূপে ঢাকা শহর ও শহরতলিতে প্রতি বছরে মাথাচাড়া দেয় ডেঙ্গু। হাজারো মানুষ আক্রান্ত, বেঘোরে তাজা প্রাণ গেলেও আর কতদিন না দেখার ভান করবে শাসক দলের প্রতিনিধিরা।"

তামিলনাড়ুতে ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা

চেন্নাই, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুতে ফের ভারী বৃষ্টির দুর্যোগের আশঙ্কা। বুধবার, ১৮ নভেম্বর ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে তামিলনাড়ুর তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম, চেন্নাই ও রানিপেট জেলা। এছাড়াও তামিলনাড়ুর তিরুভান্নামালাই, কাল্লাকুরিচি, সালেম, পেরাম্বালুর, তিরুচিরাপল্লি, কারুর, থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, পুডুকোট্টাই, ডিন্ডিগুল, মাদুরাই, থেনি, শিবগঙ্গা, ভিরুধুনগর, তেনকাসি প্রভৃতি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টা মেস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

আইএমডি চেন্নাইয়ের ডিডিজিএম ডাঃ এস বালাচন্দ্রণ জানিয়েছেন, বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম, চেন্নাই ও রানিপেটে। প্রবল বৃষ্টি হতে পারে রমন্থপুরমেও। এছাড়াও তিরুভান্নামালাই, কাল্লাকুরিচি, সালেম, পেরাম্বালুর, তিরুচিরাপল্লি, কারুর, থাঞ্জাভুর, তিরুভারুর, পুডুকোট্টাই, ডিন্ডিগুল, মাদুরাই, থেনি, শিবগঙ্গা, ভিরুধুনগর, তেনকাসি প্রভৃতি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮ নভেম্বর উত্তর তামিলনাড়ু ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল বরাবর, পশ্চিম-মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের নাম যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এক অবহেলিত কিংবদন্তী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

রামপ্রসাদ সরকার

আমরা বিস্মৃত জাতি , এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মহালয়ার ভোরে যাঁর জলদম্ভীর কণ্ঠে শ্রী শ্রী চণ্ডীর স্তোত্রপাঠ, বাঙালির প্রতিটি ঘরে পুজোর গন্ধ নিয়ে আসে, তাঁকে কিন্তু আমরা সারা বছর ভুলে থাকি। আশ্বিন মাস পড়লেই তাঁর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত কথাগুলি---'আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে সানাই' তিনি ছিলেন অনন্য বিস্ময়। মহালয়ার শারদ লগ্নে আমরা তাঁকে স্মরণ কবি বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে, যা বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়ে আমাদের মনে ক্ষণিকের জন্য নাড়া দেয়। গত ৩ নভেম্বর চিল তাঁর জন্মদিন । তাঁকে শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় স্মরণ করি। অব্রাহ্মণ হয়েও তিনি চণ্ডী পাঠ করেছেন নিষ্ঠাভরে উদাও কণ্ঠে, যা বাঙালি কৃষ্টি সংস্কৃতিকে নানা দিয়ে এখ নতুন যুগের সূচনা করে গিয়েছে, যা তাঁকে অমরত্ব দিয়ে গেছে।

বহুমুখী প্রতিভাধর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ জীবদ্দশাতেই কিংবন্তী রূপে অখ্যায়িত হন। মহালয়ার ভোরে স্নান করে চণ্ডীপাঠে বসতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ । তিনি চণ্ডীপাঠ না করলে হয়তো বাংলাদেশে দেবী দুর্গার আরধনা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তবে বাচিক শিল্পী হিসেবেই শুধু নয়, একাধারে বেতার সম্প্রচারক, গায়ক, নাট্যকার, অভিনেতা ও নাট্য পরিচালকও ছিলেন। মহিষাসুরমর্দিনীর বেতার রূপে চণ্ডীপাঠে তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। কারণ এই অনুষ্ঠান কোনওদিন পুরনো হবে না, তার আকর্ষণে কোনওদিনই ভাটা পড়বে না।

মহিষাসুরমর্দিনী গীতি আলেখ্যে তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডী স্তোত্র পাঠ তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। অধিকাংশ বাঙালি তাঁকে এই রূপেই জানেন বা চেনেন। তাঁরও বইয়েরও তিনি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন সে কথা নীচের সংগৃহীত তথ্য লড়লেই বোঝা যাবে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কর্মজীবন শুরু হয় ১৯২৮-এ ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সদর দফতরে যোগদানের মধ্য দিয়ে। চাকরি করলেও তাঁর মন পড়ে থাকত ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসের বেতার কেন্দ্রে। তাই টিফিনের সময়ে কিংবা বিকেলে ছুটির পরে তিনি পৌঁছে যেতেন রেডিওর বন্ধুদের আড্ডায় । এই আসর থেকে ধীরে ধীরে বেতার নাটকে সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি। প্রথমবারই তাঁর পরিচালিত নাটকে অভিনয় করলেন বাণীকুমার ভট্টাচার্য, পঙ্কজ মল্লিক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৮ সালের ২৬ আগস্ট বেতার সম্প্রচারিত হল চিকিৎসা সংকট (রচনা-পরশুরাম)। সে সময় স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন নৃপেন মজুমদার। তাঁর অনুরোধেই ১৯২৮ সালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ রেডিওতে সহকারী পরিচালক হিসেবে হাসির ছড়া ও নাটকও রচনা করেছেন। ১৯৫০ সালে 'বসুধারা পূজাবার্ষিকীতে বেরিয়েছিল এমন একটি ছড়া-নাটক 'নাক ডাকার ওষুধ'। ভুতো আর ভুতির কথোপকথন। নাসিকা গর্জন বন্ধ করার নানাবিধ পথ বাতলে শেষ পর্যন্ত ভুতোর দাওয়াই 'নাকের যদি এত জ্বালা'/ এবার আমি দিয়ে গালা/ বুজিয়ে দেব, নয় তো তালা " দিচ্ছি ওটা এঁটে। বস্তুত সাতটি ছদ্মনাম নিয়ে তিনি রেডিওতে একটার পর একটা অনুষ্ঠান করে গেছেন। মেঘদূত, অরূপ, বিষ্ণুশর্মী, বিরূপক্ষ, বই-বাহিক, বাঞ্ছারাম, মহাকালী চট্টোপাধ্যায়--- সপ্তছদ্মনামী এই ভদ্রলোকের জাক নাম ছিল 'বুশী'। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ 'আমার ছেলেবেলা রচনায়' লিখেছেন 'এককালে পুরো নামেই পরিচিত ছিলাম, কটমক গম্ভভীর নাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র পরে সবাই বলতে শুরু করল বীরেন ভদ্র। বুশী নাম অন্তরঙ্গ কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না।

পঞ্চাশের দশকে রবিবার দুপুর মানেই 'রূপ ও রঙ্গ' অনুষ্ঠান। ভদ্রমসাই এখানে 'বিরূপাক্ষ' হয়ে হাজির হতেন। আমাদের প্রাত্যহিকতার নানা অসঙ্গতি, অন্ধিসন্ধি এভং ইতরতা বিরূপাক্ষ হয়ে হাজির হতেন। আমাদের প্রাত্যহিকতার নানা অসঙ্গতি, অন্ধিসন্ধি এবং ইতরতা বিরূপাক্ষের নজর এড়িয়ে যেত না। কৌতুক নকশাগুলি দমপাটা হাসানোর পর শ্রোতার সামনে একটা আয়না ধরিয়ে দিত। ষাট-সত্তর বছর আগে বিরূপাক্ষ 'পুজোর ঝঞ্ঝাট'এ লিখেছেন, 'এ দলের জোর ও দলকে আমাদের ও দিতে হবে। কিন্তু আমরা আর দিই কত? জীবনের চতুর্দিকে এইরকম চাঁদা করে যদি চাঁটি খেতে হয়, হাতলে বাঁচি কী করে? উৎসবের নাম যদি ক্রমশ এত ঝঞ্ঝাট বাড়তে থাকে, তাহলে ওসব বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

নকশাগুলো এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে বিহার সাহিত্য ভবন-সহ বিভিন্ন প্রকাশনা বিরূপাক্ষ সিরিজের বই একটার পর একটা প্রকাশ করেছেন। বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট', বিরূপাক্ষর অযাচিত উপদেশ, বিরূপাক্ষর বিষম বিপদ বিরূপাক্ষের কেলেঙ্কারি প্রভৃতি বইগুলি ভূমিকা লিখেছেন সজনীকান্ড দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রচ্ছদপট এঁকেছেন খালেদ চৌধুরি, আশু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ব্যঙ্গচিত্রে রেবতীভূষণ, শৈল চক্রবর্তী, প্রথম সমাদ্দারের মতো যশস্বী শিল্পীবৃন্দ। প্রথম বইটি প্রকাসের পর বনফুল বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় চিঠিতে লিখেছেন,। বাংলা সাহিত্যে তুমি একটা নতুন স্টাইল সৃষ্টি করে গেলে। অর্ধশতক পরে এগুলির পুনঃপ্রকাশের আয়োজন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মূল্যায়ন বিশেষ মূল্যবান, তাঁর কণ্ঠে ছিল সতেজ শক্তিমন্ত্র। কলমে ছিল অতি উচ্চাঙ্গ 'হিউমার'। বাংলা সাহিত্যে এখন যার বড়ই অভাব।' পরিষ্কার ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা উড়নি, চোখে চশমা। হাতে খুব ছোট একটা থলে--- এই ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য। পাঞ্জাবির দু'পকেটে দু'রকমের রুমাল---একটি নস্যিরঞ্জিত এবং আর একটি পরিষ্কার । কথা বলতে বলতে নস্যির টিপ-ধরা হাতে সামনে কেউ থাকলে তাকে ঠেলা দেওয়া ছিল তাঁর অভ্যেস। সহকর্মীরা তাই এই নস্যপর্বে তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে কিছুতেই আসতেন না। এমনই এক সহকর্মী, বেতার জগৎ পত্রিকার এক সময়ের সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার সরস অথচ সঠিক ব্যাখ্যায় বন্ধুর মূল্যায়ন করেছেন এই ভাবে, 'রডিওতে বীরেন ভদ্র আলুবিশেষ। ঝালে,ঝোলে, চচ্চড়িতে, কালিয়ায়, এমনকি ভাতে সিদ্ধতেও উপাদেয়। একাধিক উদাহরণ তিনি টেনে এনেছেন এর প্রমাণ দাখিলে, তার মধ্যে একটি বীরেন্দ্রকৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের উচ্চতার নিদর্শন বিকালে বিদ্যার্থী মণ্ডলে ডক্টর কালিদাস নাগের ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা। প্রোগ্রাম আরম্ভ হওয়ার আধঘণ্টা আগে খবর এল-ডক্টর নাগ রাজশাহীতে। আজই ফেরার কথা ছিল, কিন্তু ফেরেনি। বীরেন ভদ্র সেদিন কালিদাস নাগের পরিবর্তে বিদ্যার্থী মণ্ডলের কাজ চালিয়ে দিলেন। বিষয়বস্তুর পরিবর্তন করতে হয়নি তাঁকে। গ্রামোফোন রেকর্ড, ছায়াছবি, পেশাদার রঙ্গমঞ্চ--- সবখানেই রেখেছেন নিজস্বতার সম্পর্শ। কমবেশি পঁয়তাল্লিশটি গ্রামোফোন রেকর্ডরে সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'স্বামীর ঘর' নামে একটি সিনেমা পরিচালনা করা ছাড়াও অনেক ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। উৎকৃষ্ট সাহিত্য থেকে তৈরি করেছেন মঞ্চসফল নাটক। তার পরিচালনায় নাটকে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মমতা ব্যানার্জি নামের এক অভিনেত্রী বীরেনবাবুর অনেকগুলি নাটকে পার্শ্বচত্রির ভূমিকায় চুটিয়ে অভিনয় করতেন। ষাটের দশকে নিউ এম্পায়ারে একটি জনপ্রিয় ছায়ানাটিকা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একাধিকবার মঞ্চস্থ করেছেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, ভি বালসারা, তাপস সেনের ত্র্যহস্পর্শে রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস অবলম্বনে এই বিশেষ প্রয়োজনটি বঙ্গসংস্কৃতির একটি মাইলফলক।

আর এই মাইলফলক বিখ্যাততম মহিষাসুরমর্দিনীকে সরিয়ে ১৯৭৬-এ সম্প্রচারিত হয়। ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর দেবী দুর্গতিহরিণীম। চূড়ান্ত ব্যর্থ এই বিকল্পটি প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ একটি সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছিলেন, হাজার হোক, আমি তো অমর নই। একদিন না একদিন ওদের তো কাজে নামতেই হবে। বাংলাদেশে গিয়ে সেখানকার মুসলমান শ্রোতাদের 'মহিযাসুরমর্দিনীর প্রতি আবেগ দেখে বিস্মিত ভদ্রমশাই বলেছিলেন, আমি কায়েতদের ছেলে হয়ে মাতৃবন্দনার সুযোগ পেয়েছি। আর ওই অনুষ্ঠানে বাদ্যযন্ত্র বজায় খুশি মহম্মদ, আলি মুন্সী এঁরা। এর থেকে সম্প্রীতির পূজার্চনা আর কী হতে পারে।

২২ শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, দিনের সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। সজনীকান্ড দাস দুপুরেই রেডিও অফিসে খবর পাঠিয়েছেন---বেলা ১২টায় প্রয়াত হয়েছেন বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিক হল বিশ্বকবির অন্তিম যাত্রার ধারাবিবরণী অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সম্প্রচারিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি সহ সদলবলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছুটলেন জোড়াসাঁকো অভিমুখে যেখানে কবিগুরু অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন।

প্রায় অপরাহ্নে কবির মরদেহ যখন নিমতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে আসা হল, লোকের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা নেই। শ্মশানঘাটের একটা চূড়ান্ত লাগোয়া ভাঙা আলিসায় উঠতে হবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে। দলের একজন কোথা থেকে মই জোগাড় করে নিয়ে এল। এক হাতে মাইক্রোফোন ধরে, জীবন বাজি রেখে সেই অলিসা থেকে ধারাবিবরণী দিতে শুরু করলেন ভদ্রলোক, সুমুখে দেখেছি অপারাহ্নের সূর্য শেষ বিদায়ের পাঠ নিচ্ছে---ভাগীরথীর গৈরিক জলপ্রবাহে উঠেছে এক করুণ তাপ-বাতাসে হাহাকার---বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ আর নেই। রেডিওর এটাই সম্ভবত প্রথত ধারাবিবরণী সম্প্রচারে প্রচেষ্টা। এর ব্যবস্থাপক এবং ভাষ্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। এরপর ডা. বিধানচন্দ্র রায়, হেমন্ত বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মহানায়ক উত্তমকুমারের অন্তিম যাত্রার ধারাভাষ্য দিয়েছেন। বেতারের আদিযুগে দাঁরই উদ্যোগে শারদ পুজান্তে গঙ্গার ঘাট থেকে দুর্গাপ্রতিমার নিরঞ্জনের ধারাবিবরণী প্রচার করা হত। একবার এমন হয়েছে, কোনও প্রতিমাই আসছে না। ভদ্রমশাই প্রতিমা বিসর্জনের মনগড়া কাল্পিনিক ধারাভাষ্য চালিয়ে গিয়েছিলেন। একইবাবে উত্তমকুমারের শেষ যাত্রার ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন তিনি। রসসিক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অদ্ভুত সরসতায় শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন সবিনয় নিবেদন অনুষ্ঠানে। কীর্তন গানের অনুষ্ঠান কেন কমে যাচ্ছে এই অভিযোগের উত্তর বলেছিলেন, অন্য শ্রোতারা খুব অভিযোগ করছেন, আমরা নাকি সকাল বিকাল-রাত্রর কীর্তন চালিয়ে তাঁদের বাড়িগুলিকে শ্রাদ্ধাবাড়ি করে তুলছি এমন নির্মল রম্যতায় ভরে তাকত সেই চিঠিপত্রের আসর। বাংলা ছায়াছবির সাদা কালো যুগের কুখ্যাত খলনায়ক বিকাশ রায়ের মন্তব্য সবিনয় নিবেদন অনুষ্ঠানটি শুনতে শুনতে মনে হত শ্যামবাজারের রকের আড্ডায় বীরেনদা আসর জমিয়ে বসেছেন আর আমরা শ্রোতারা ওঁকে ঘিরে বসেছি। আকাশবাণীর নিজস্ব একটি কাগজ ছিল, নাম বেতার জগৎ। বেতারজগৎ ছিল বীরেন্দ্রকৃষণের প্রাণ। একবার সরকারের পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল সেই কাগজ। তখন তিনি জিপিও'র সামনে ভরা শীতে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বেতারজগৎ বিক্রি করতেন। ১৯৭৬ সালে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন চিরাচরিত মহিষাসুরমর্দিনী বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেন উত্তমকুমারকে দিয়ে করাবেন, বাদ পড়লেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সেই অনুষ্ঠান চরম ব্যর্থ হল। বেতার অফিস ভাঙচুর হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বহু মানুষের চাহিদায় সে বছর ষষ্ঠীর দিন আবার বীরেন্দ্রকুষ্ণর মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার করা হয়। কোনও ক্ষোভ বা অভিমান তিনি মনে রাখেননি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের জীবনের শেষ সময়টা মোটেই সুখের ছিল না স্টাফ আর্টিস্ট হয়েই অবসর নিয়েছিলেন তিনি। ফলে পেনশন জোটেনি। অবসরের পরে শেষ পর্যন্ত মহাভারত কথা বলার জন্য সামান্য টাকা পেতেন। ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশ হয়ে আসছিল তাই সেই অনুষ্ঠানও চালানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত অর্থাভাব মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বেড়াতেন তিনি। নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানে, অবসর গ্রহণের পর অপমানিত হয়েছেন। একদিন একটা কাজে রেডিও স্টেশনে গিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ বাধা পেলেন। এক সিকিউরিটি গার্ড তাঁর কাছে পাস চেয়ে বসল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অবাক হলেন। নিজের পরিচয় দেবার পরও যখন তাঁকে সিকিউরিটি অফিসার ভেতরে যেতে দিলেন না, তখন রাগে গর্জে উঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'জন্ম দিয়েছি আমি এই রেডিওকে/ জন্ম দিয়েছি বুঝলে, আর আমার কাছে পাস চাইছো।

শেষ বয়সের অনেক সাক্ষাৎকারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণর কণ্ঠে ধরা পড়েছে অভিমানের সুর। তিনি বলেছিলেন, বাবতেই পারিনি সবাই আমাকে ভুলে যাবে। কিন্তু আমাকে বুলে গেলেও বছরে একবার সেই দিনটিতে মানুষ আমাকে স্মরণ করবেই করবে। তাতেই আমার তৃপ্তি।

শরতের হালকা ঠাণ্ডা, শিউলি ভেজা সকালে জলদগম্ভীর স্বরে রেডিও থেকে ভেসে আসা সেই কণ্ঠ, 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই মহিষাসুরমর্দিনী না শুনলে আজও বাঙালির রে পুজো আসে না। আজও 'জাগো দুর্গা'র সঙ্গে বয়ে আসে মায়ের আগমনের আনন্দধ্বনি। আলোর বেণু বেজে ওঠে আধো আলো ফোটা, আধো ঘুম ভাঙা প্রতিটা ঘরে ঘরে।

মহিষাসুরমর্দিনীর প্রাণপুরুষ, ঐশ্বরিক কণ্ঠে অধিকারী, গীতি আলেখ্যের নেপথ্য ১৯৯১ সালের ৩ নভেম্বর ছিয়াশি বছর বয়সে অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

আশ্বিনের শারদ প্রাতে যখন বেজে উঠবে আলোক মঞ্জরি বাঙালির অবচেতনে আলো-আঁধারির খেলায় ভেসে উঠবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অদৃশ্য উপস্থিতি। তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে বেঁচে থাকবে বাঙালির নস্টালজিয়া আর শারদোৎসবের অনন্য আবেগ। ব্যস, সারা বছরে এই একটি দিন আমরা বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে স্মরণ করি তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী গীতি আলেখ্যে চণ্ডীপাঠের জন্য। তারপর, তিনি আমাদের বিস্মৃতিচর অতল গহ্বরে তলিয়ে যান। তবুও যতদিন বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, ততদিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্বমহিমায় আমাদের হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

আকাশবাণীর প্রত্যেকটি কোণায় আজও তাঁর স্মৃতি জ্বলজ্বল করছে। আজও আকাশবাণীর প্রতিটি কোণায় ধুতি-পাঞ্জাবি গায়ে, চপ্পল পরা এক ছাড়া যেন ঘুরে বেড়ায়। আজ তিনি নেই ঠিকই তবে এণন এখ অমূল্য রত্ন দিয়ে গেছেন, যেটা ছাড়া বাঙালি জীবন অচল। তাঁকে দেখা না গেলেও তাঁর ভেসে আসা কণ্ঠ তৃপ্ত করে আমাদের।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ফের কলকাতা-হাওড়ার পুরভোটই আগে নেওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মধ্যমগ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : বিরোধীরা এক সঙ্গে রাজ্যের সব পুরসভার ভোট চাইলেও রাজ্য সরকার যে কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার ভোট আগে করাতে চায়, বুধবার তা স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন মধ্যমগ্রাম পুরসভার নজরুল শতবার্ষিকী সদনে প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট আগে হবে। তার পরে করোনা পরিস্থিতি দেখে বাকি পুরসভার ভোট ধাপে-ধাপে করা হবে।' পাশাপাশি বিভিন্ন পুরসভায় ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটরদের কাজকর্ম নজরদারির জন্য একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

করোনা সংক্রমণের জন্য কলকাতা সহ রাজ্যের শতাধিক পুরসভায় গত দু বছর ভোট করানো যায়নি। প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় আগামী ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট চেয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিয়েছিল পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। সেই চিঠি পাওয়ার পরে ১৯ ডিসেম্বর যমজ শহরের ভোট করানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কিন্তু তাতে আপত্তি জানায় রাজ্য বিজেপি। শুধুমাত্র কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট করানোর বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয় পদ্ম শিবিরের পক্ষ থেকে। মঙ্গলবারই সেই মামলার শুনানিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে কমিশনের আইনজীবী জানান, 'মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে না।' ফলে ১৯ ডিসেম্বর কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এদিন প্রশাসনিক বৈঠকে কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোট আগে করানোর পক্ষেই সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতের কাছে গণতন্ত্র শুধু ব্যবস্থা নয় প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবণতা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): গণতন্ত্র ভারতের কাছে শুধুমাত্র ব্যবস্থা নয়, গণতন্ত্র হল ভারতের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবণতা। বুধবার হিমাচল প্রদেশের শিমলায় আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারস-এর ৮২ তম সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভার্চুয়ালি এই সেশনে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আগামী বছরগুলিতে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে আমাদের। অসামান্য লক্ষ্য অর্জন করতে হবে আমাদের।

সকলের প্রচেষ্টায় এই সংকল্প সম্পন্ন করা সম্ভব। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমরা যখন গণতন্ত্রে সকলের প্রচেষ্টার কথা বলি, তখন সমস্ত রাজ্যের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সমস্ত রাজ্যকে একত্রিত করে বড় সংগ্রাম করেছে দেশ, যা এককথায় ঐতিহাসিক। ভারত ১১০ কোটি ভ্যাকসিন ডোজের মাইলফলক অতিক্রম করেছে, যা একসময় অসম্ভব মনে হত, এখন তা সম্ভব হচ্ছে।' শিমলায় আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারস-এর ৮২ তম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমার ধারনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ''ওয়ান নেশন ওয়ান লেজিসলেটিভ'' প্ল্যাটফর্ম - একটি পোর্টাল যা আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনই করবে না, বরং দেশের গণতান্ত্রিক ইউনিটগুলিকে সংযুক্ত করতেও কাজ করবে।'

প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে অপরাধ, রায়ে জানাল এলাহাবাদ হাইকোর্ট

প্রয়াগরাজ, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকাকালীন আবার বিয়ে করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ, এক মামলার শুনানিতে এমনটাই জানিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আদালতের এই পর্যবেক্ষণ সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বলা হয়েছে, কোনও সরকারি কর্মচারী যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চান আর তাঁর প্রথম স্ত্রী তখনও জীবিত থাকেন, তবে পুনর্বিবাহের জন্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

স্টেট পাবলিক সার্ভিস ট্রাইব্যুনালের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতেই একথা

জানিয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্ট। স্টেট পাবলিক সার্ভিস ট্রাইব্যুনালের একটি সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। আদালত জানিয়েছে, ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।

বুধবার এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি এসপি কেশরবাণী এবং বিচারপতি বিকাশের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। স্টেট পাবলিক সার্ভিস ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সাহারানপুরের বাসিন্দা মনবীর সিং। তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর অপরাধ তুচ্ছ। প্রথমে ভুল বোঝাবুঝির কারণে তিনি ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। তারপর বুঝতে পেরে তা সংশোধন করে নিয়েছেন। তার জন্য এই শাস্তির যোগ্য তিনি নন। কিন্তু তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

এনসিপি-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা যোগানন্দ শাস্ত্রী, স্বাগত জানালেন পওয়ার

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): এনসিপি-তে যোগ দিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা ও দিল্লি বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার যোগানন্দ শাস্ত্রী।

বুধবার সকালে দিল্লিতে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের উপস্থিতিতে এনসিপি-তে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা যোগানন্দ শাস্ত্রী। ২০২০ সালে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন যোগানন্দ শাস্ত্রী।

এদিন উত্তরীয় পরিয়ে যোগানন্দকে এনসিপি-তে স্বাগত জানান পওয়ার।

কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল যোগানন্দ শাস্ত্রীর। তিনি ২০২০ সালে কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ২০০৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত দিল্লি বিধানসভার স্পিকার ছিলেন তিনি।

এছাড়াও শীলা দীক্ষিত যখন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন দিল্লির মন্ত্রীও ছিলেন যোগানন্দ শাস্ত্রী। কংগ্রেস ছাড়ার পর এবার এনসিপি-তে যোগ দিলেন তিনি।

গোয়ায় অটো-ট্যাক্সি চালকদের ৪ গ্যারান্টি কেজরিওয়ালের, বহু প্রতিশ্রুতি আপ সুপ্রিমোর

পানাজি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই প্রতিশ্রুতি বন্যা বইছে। আগেও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এবার গোয়ার অটো ও ট্যাক্সি চালকদের ৪টি গ্যারান্টি দিলেন কেজরিওয়াল। বুধবার গোয়ায় কেজরিওয়াল বলেছেন, 'প্রথমত অটো ও ট্যাক্সি চালকদের জন্য একটি কর্পোরেশন গঠন করা হবে। দ্বিতীয়ত একজন চালক দুর্ঘটনায় পড়লে চিকিৎসার খরচ সরকার

বহন করবে। তৃতীয়ত ফেসলেস আরটিও পরিষেবা এবং চতুর্থ গ্যারান্টি হল মিটার নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানাবে আম আদমি পার্টি।'

কেজরিওয়াল এদিন বলেছেন, 'গোয়ার ট্যাক্সি চালকরা আমাকে বলেছেন, এখানকার নেতারা তাজনদের ট্যাক্সি মাফিয়া বলে। আমাদের অপমানিত করা হয়। আমাদের কথা কেউ শোনে না...যদি গোয়ায় আমাদের সরকার গঠন হয়, তাহলে কর্পোরেশন গঠন করা হবে।' কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'ট্যাক্সি চালকরাই ভাড়া নির্ধারণ করবেন, বছরে কতবার ভাড়া বাড়ানো হবে তা ট্যাক্সি চালকরাই ঠিক করবেন। যদি কোনও ট্যাক্সি চালক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাহলে গোয়া সরকার তাঁর চিকিতার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবে।'

শৈত্যপ্রবাহ কাশ্মীর উপত্যকায়, শ্রীনগরে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি

শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): অনেকটাই পারদ-পতন হল কাশ্মীর উপত্যকার সর্বত্রই। শৈত্যপ্রবাহে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় কাঁপছে শ্রীনগর থেকে লাদাখ, দ্রাস থেকে কার্গিল। প্রবল ঠাণ্ডায় রীতিমতো জমে গিয়েছে লেহ, গুলমার্গ। মঙ্গলবার রাত ছিল শ্রীনগরে এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম। কাশ্মীরের অধিকাংশ স্থান এখন হিমাঙ্কের নীচে। মঙ্গলবার রাতে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমতাবস্থায় আগামী ২৪ নভেম্বর উত্তর কাশ্মীরে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার কাজিগুন্দে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে মাইনাস ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। পহেলগামে মঙ্গলবার রাতের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, লেহ-র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৮.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কার্গিলের দ্রাস কাঁপছে প্রবল ঠান্ডায়, সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, আগের রাতে কার্গিলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জম্মু-কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত ঠাণ্ডার কামড় বজায় থাকবে কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখে।

সন্দেহজনক গতিবিধি দেখতেই গুলি সেনার, উরিতে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ছক বানচাল

শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেক্টরে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশের চেষ্টা ভেস্তে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার রাতে উরি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর। তৎক্ষণাৎ গুলি চালান ভারতীয় সেনা জওয়ানরা। মনে করা হচ্ছে, সেনাবাহিনী গুলি চালাতেই জঙ্গিরা পালিয়ে যায়। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে উরি সেক্টরের রেওয়ান্ড নাল্লাহর ধুলাঞ্জা পোস্টের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর। পাক সেনার সমর্থনেই জঙ্গিরা ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও, ভারতীয় বীর সেনা জওয়ানরা জঙ্গিদের সেই চেষ্টা ভেস্তে দেয়।

বিধানসভায় রাজ্যের বিরুদ্ধে তোপ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের চা বাগান সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় কর্মসূচি করবে বিজেপি। বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় রাজ্যের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ তোপ দাগেন।

তিনি বলেন, "বিধানসভা বিরোধীদের, বিধানসভা জনগণের জন্য! কথায় কথায় বলছেন আমরা ২০০ সংখ্যা, বিরোধীদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপি পরিষদীয় দল উত্তরবঙ্গের চা বাগান সমস্যা নিয়ে বিধানসভায় কর্মসূচি করব। রাজ্য সরকার নিত্য নতুন মদ এনে এবং দাম কমিয়ে সমাজকে বিপথে চালিত করছে। সমস্ত বিজেপি মহিলা বিধায়করা প্রস্তাব আনেন বিধানসভা মুলতুবির। কিন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এর সঠিক উত্তর দেন নি। রাজ্যে ২কোটি বেকার! মন্ডল কমিশন অনুযায়ী হিন্দু ওবিসি সম্প্রদায়ের চাকরি পাচ্ছেন এক বিশেষ সম্প্রদায়। ২০১৪ সাল থেকে বন্ধ এসএসসি, টেট, প্রাইমারি এবং আপার প্রাইমারি দুর্নীতি, পিএসসি রেজাল্ট বেরিয়ে বন্ধ! যুবকদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরকার। মমতা ব্যানার্জীর জেনে রাখা উচিত তার আমলে ভোজ্য তেলের দাম ২০০টাকা, পটল ৫০টাকা, বেগুন ৪০টাকা, ১ কুইন্টাল চাল ৩৫০০টাকা। তার বোঝা উচিত ৫,০০০টাকা দিয়ে শিক্ষিত যুবকদের কিছু হয়না। বাংলায় সব সরকারি শিক্ষক শিক্ষিকাদের পদ পূরণের দাবি বিজেপি পরিষদীয় দল জানিয়েছে। মমতা সরকারের উচিত যোগী জীকে অনুসরন করে তেলের দাম কমানো।"

সংক্রমণ ফের ৩৬ হাজারের ঊর্ধে, রাশিয়ায় করোনা কাড়ল ১,২৪৭ জনের প্রাণ

মস্কো, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): রাশিয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২৪৭ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২৪৭ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৫৯,০৮৪ জন।

মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬,৬২৬ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,১৮২,৫৩৮ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৮৮২,৮৩৬ জন।

বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে বীর দাস, দিল্লিতে অভিনেতার নামে অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দেশের বিরুদ্ধে অবমাননাকর ও বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগে বিপাকে পড়লেন অভিনেতা ও কমেডিয়ান বীর দাস। দিল্লির তিলক মার্গ থানায় বীর দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। গত সোমবার নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নিজের স্ট্যান্ড আপের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন বীর দাস। ওয়াশিংটন ডিসি-র জন এফ কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফরমিং আর্টসে ৭ মিনিটের মনোলগ তুলে ধরেন। আর সেই ভিডিও শেয়ার করেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে। আপাতত তা ভাইরাল। দু" মুখো ভারত নিয়ে বীর দাসের মোনোলগ ভাইরাল হয়। কমেডিয়ানকে বলতে শোনা যায়, 'আমি সেই ভারত থেকে যেখানে মেয়েদের সকালে পুজো হয়, রাতে গণধর্ষণ'। নেটিজেনরা বীর দাসকে তীব্র সমালোচনা করেছেন। নিন্দা করেছেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউতও। এবার বীর দাসের বিরুদ্ধে দিল্লির তিলক মার্গ থানায় বীর দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

সপা-তে বড় ভাঙন, বিজেপিতে যোগ দিলেন বিধান পরিষদের ৪ জন সদস্য

লখনউ, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): বড়সড় ভাঙন ধরল অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টিতে। সপা-র সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বিধান পরিষদের (এমএলসি) ৪ জন সদস্য। এই ৪ জনের মধ্যে রয়েছেন রামা নিরঞ্জন। বুধবার লখনউতে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মা ও কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিংয়ের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন সপা-র ৪ জন এমএলসি। এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রামা নিরঞ্জনের স্বামীও।

সপা-ত্যাগ করে যে ৪ জন এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা হলেন-রবি শঙ্কর সিং পাপ্পু, সি পি চন্দ, অক্ষয় প্রতাপ সিং এবং রামা নিরঞ্জন। উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ৪ জনের বিজেপিতে যোগ দেন গেরুয়া শিবিরকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখরের ভাগ্নে হলেন রবি শঙ্কর সিং পাপ্পু। প্রাক্তন মন্ত্রী মার্কণ্ডে চন্দের ছেলে হলেন সি পি চন্দ।

উত্তর কাশ্মীরে গ্রেনেড হামলা সন্ত্রাসীদের, দুই সিআরপিএফ জওয়ান-সহ আহত ৪

শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদীদের বাড়বাড়ন্তে রাশ টানাই যাচ্ছে না। এবার উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় গ্রেনেড হামলা চালাল জঙ্গিরা। জঙ্গিদের নিক্ষেপ করা গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন সিআরপিএফ-এর দু"জন জওয়ান। এছাড়াও দু"জন সাধারণ নাগরিকও আহত হয়েছেন। বুধবার বারামুল্লা জেলার পালহাল্লান চকে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গ্রেনেড ছোড়ে।

গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন দু"জন সিআরপিএফ জওয়ান এবং দু"জন সাধারণ নাগরিক। হামলা চালানোর পরই সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যায়। দুই সিআরপিএফ জওয়ান ও দুই সাধারণ নাগরিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সকলেই বিপদমুক্ত। সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী।

কাবুলে বিস্ফোরণে মৃত চার, জখম ২

কাবুল, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : আফগানিস্তানের কাবুলের পশ্চিমপ্রান্তে বিস্ফোরণে মত্যু হয়েছে চারজনের। হামলায় দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের আঘাত গুরুতর। নিকটবর্তী হাসপাতালে তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, বুধবার যাত্রীবোঝাই গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চলে। এই হামলার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী কোনও সংগঠন জড়িত কি না, সে ব্যাপারে কিছু জানা যাচ্ছে না। এমনকী কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তরফ থেকে হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতিও দেওয়া হয়নি। হামলার পর পরে বিশাল নিরাপত্তাবাহিনী সেখানে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। আহতদের যুদ্ধকালীন তৎপরতায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, আহত একের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৮৬২

কলাকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে ফের ৮০০ পেরোল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৮৬২ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৮৬২ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,০৬,৬৫৬। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯,৩৪১। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৮৩০। ফলত মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৭৯,২৬৪।

১২ কোটি টাকার হেরোইন সহ দুই মাদক পাচারকারী গ্রেফতার কারবি আংলঙে, পুলিশের গুলিতে আহত এক

ডিফু (অসম), ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : ড্রাগসের বিরুদ্ধে কারবি আংলং পুলিশের বৃহৎ সফলতা। ১২ কোটি টাকার হেরোইন সহ দুই মাদক পাচারকারীকে জালে তুলেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে কারবি আংলং জেলার অন্তর্গত বোকাজান পুলিশের এক নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণের ড্রাগসগুলি। অন্যদিকে অভিযানকারী পুলিশ দলের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে এক মাদক পাচারকারী। ধৃতদের বিমল তাসা এবং সাদ্দাম হুসেন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। সাদ্দাম হুসেন পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্রাপ্ত তথ্য মতে, বোকাজান মহকুমা পুলিশ অফিসার জন দাসের নেতৃত্বে বোকাজান থানার ওসি মণি চামুয়া খটখটি পুলিশ চৌকির ইনচার্জ মৌবলিক ব্রহ্ম, সাব-ইনস্পেক্টর মৃদুল রুদ্রপাল, এএসআই সুজিব বসুমতারি এবং বোকাজান মাটিপুলের গ্রামরক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায় চালানো হয়েছিল তল্লাশি অভিযান। তালাশি অভিযানের সময় বোকাজানের দিক থেকে আগত দুই যুবকের কাছ থেকে ১৫০টি সাবান কেসে মোট ১ কেজি ৭৭৭ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এই হেরোইনের আন্তঃর্জাতিক বাজারমূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

হেরোইনগুলি বোকাজান থেকে সরুপাথার নাওঘাটে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দুই পাচারকারী বিমল তাসা ও সাদ্দাম হুসেইনের। জানা গেছে, বিমল তাসার বাড়ি বোকাজানের ঘরিয়াল ডুবিতে এবং সাদ্দাম হুসেনের মরিগাঁওয়ের পাতেকি এলাকায়।

উল্লেখ্য দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা দুজনেই পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল। সে সময় পুলিশ গুলি চালায়। এতে সাদ্দম হুসেন নামের পাচারকারী পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছে।

কান ধরে ওঠবোস করে ক্ষমা চান দিদির দলের লোক : অধীর চৌধুরী

মুর্শিদাবাদ, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : বিএসএফকে নিশানা করে দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহর তির্যক মন্তব্য নিয়ে কার্যত তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা। পাল্টা উদয়নকে নিশানা করে তোপ দেগেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী।

অধীরবাবু বলেন, "বিএসএফকে নিয়ে এমন মন্তব্য করা উচিত নয়। দিদির দলের যে লোক এই মন্তব্য করেছেন তাঁর উচিত বিএসএফের কাছে ক্ষমা চেয়ে কান ধরে ওঠবোস করা। সব বিএসএফ আমাদের শত্রু হয়ে গেল, সব বিএসএফ মহিলাদের উপর অত্যাচার করেন এটা কী কথা! বিএসএফ-এ কি কেবল পুরুষরাই কাজ করেন। কাজ করেন মহিলারাও। তাহলে কি তারা সবাই মিলে মহিলাদের উপর অত্যাচার করেন! দিদির দলের যে নেতা এই মন্তব্য করেছেন তাঁর অবিলম্বে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

উদয়নবাবু মঙ্গলবার বিধানসভায় বলেন, ১৫০০ কিলোমিটার কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে। এরপরও গরু, ছাগল কোনও ভাবেই প্রবেশ করতে পারে না। আর যদি সেটা হয়, তবে বুঝতে হবে এতে বিএসএফ-এর মদত আছে। ১০ টি জেলার ৬৫টি ব্লক বিএসএফ-এর অধীনে রয়েছে। ওদের অত্যাচার যে দেখেনি, সে জানে না। সাতটি জেলা শহরকে বিএসএফ-এর অধীনে নিয়ে আসার চক্রান্ত চলছে। এখানে সাম্রাজ্যবাদের দালাল, সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। বাংলার ক্ষেত্রে ১৫ কিলোমিটারকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটার করা হচ্ছে। নিজেদের শাসন যেখানে আছে, সেখানে এলাকা কমানো হচ্ছে।তল্লাশির নাম করে সন্তানের সামনে মায়েদের গোপনাঙ্গে হাত দিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। ছেলের সামনে বাবাকে কান ধরাচ্ছে। সেই সন্তান কী করে দেশপ্রেমিক হবে!"

উদয়নবাবুর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে কার্যত নিন্দার ঝড় রাজনৈতিক মহলে। মন্তব্যের পাল্টা বুধবার বিএসএফের তরফ থেকে কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বলা হয়েছে, 'বিএসএফ হল একটি পেশাদার বাহিনী। সর্বদা নিয়ম-বিধি মেনেই কর্তব্য পালন করে বিএসএফ।' বিএসএফ-এর এক আধিকারিক বলেন, 'বিএসএফ-এর মহিলা প্রহরীরাই মহিলাদের তল্লাশি চালায়। তাই মহিলাদের অশ্লীলভাবে স্পর্শ করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।' তিনি আরও

বলেন, 'আমরা কখনও অপেশাদার কাজ করি না। আমরা আইন- শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলি। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় মহিলা জওয়ানদের উপস্থিতি নিশ্চিত করি।' রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালও কড়া ভাষায় এই মন্তব্যের নিন্দা করেছেন।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে দেহে পুষ্টির চাহিদাও বদলায়

প্রতিটি ঋতু যেমন শরীরকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে তেমনি সেই প্রভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শরীরের চাহিদা পরিবর্তন হওয়াটাই যৌক্তিক।

‘দ্য নিউট্রিশন টুইনস’ এবং ‘টোয়েন্টিওয়ান-ডে বডি রিবুট’য়ের প্রতিষ্ঠাতা যুক্তরাষ্ট্রের যমজ পুষ্টিবিদ বোন ট্যামি লাকাটোস ও ল্যাসি লাকাটোস ‘ওয়েল অ্যান্ড গুড ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, ‘‘গ্রীষ্মের দিনগুলোতে আমরা লম্বা সময় ঘরের বাইরে থাকি, ত্বকের সরাসরি রোদ লাগে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তেজও থাকে বেশি। ফলে শরীর সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন ডি’র যোগান পায়। শীতকালে সূর্যের তেজ কম। ফলে শীতকালে ভিটামিন ডি’র যোগানে কমতি দেখা দেয়।’’

‘‘পাশাপাশি আমাদের শরীর ‘থার্মোরিজেনারেশন’য়ে সক্রিয়। আর এই প্রক্রিয়া হল শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখা। শীতকালে শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখতে বেশি শক্তি খরচ হয়। আর সেই বাড়তি শক্তি যোগাতে চাই বাড়তি খাবার।’’

‘‘অপরদিকে গ্রীষ্মকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে অনেক ‘ইলেক্ট্রোলাইট’ বেরিয়ে যায়, শীতকালে তা হয় না। তাই শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে ‘ইলেক্ট্রোলাইট‘য়ের চাহিদা বেশি থাকে।’’

শীতকালে দিন ছোট, রাত বড়। ফলে সতেজ বাতাস এই ঋতুতে মেলে কম।

‘দ্য নিউট্রিশন টুইনস’য়ের মতে, ‘‘শীতকালে দিনের পরিমাণ কম। আবার ঘরের মধ্যে আলো বাতাস চলাচল যতই ভালো হোক তা বাইরের মতো কখনই হয় না। আর ঘরে অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে আসা হয় বেশি। এই দুইয়ে মিলে জীবাণুর মাধ্যমে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা শীতকালে বেশি। তাই এই ঋতুতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন খাবার খাওয়া দরকার বেশি পরিমাণে।’’

সংস্থাটি আরও জানায়, ‘‘ঘরে থাকলেও ‘অভ্যন্তরীণ দূষণ’য়ে শিকার হওয়া আশঙ্কা থাকে। যে কারণে শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদরোগ, ক্যান্সারসহ আরও অনেক রোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই এগুলো থেকে বাঁচতেও শীতকালে চাই বাড়তি সতর্কতা।’’

যুক্তরাষ্ট্রের আরেক পুষ্টিবিদ মিয়া সিন বলেন, ‘‘ঋতুর পরির্তনের কারণে মানুষের খাবার খাওয়ার ধরনেও পরিবর্তন দেখা যায়। বিশেষ করে যারা মৌসুমি খাবার খেতে পছন্দ করেন। কাঁচাবাজারে কী পাওয়া যাবে সেটাও মৌসুমি ফসলের সঙ্গে তাল মিলিয়েই বদলায়। শীতকালে শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য শরীর স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া তাগিদ দেয়।’’

তো শীতকালে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়তে কোন খাবারগুলো বেছে নেবেন? পুষ্টিবিদদের পরামর্শের আলোকে জানানো হল সে সম্পর্কে।

ভিটামিন ডি’র প্রতি মনযোগ দিতে হবে ‘দ্য নিউট্রিশন টুইনস’য়ের মতে, ‘‘ভিটামিন ডি শরীরে জরুরি। কারণ এটি ছাড়া শরীর ক্যালসিয়াম শোষণ করতে পারে না। ক্যালসিয়াম না পেলে হাড় হবে দুর্বল। ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার রোগ তো হয়ই, কয়েক ধরনের ক্যান্সার, ‘আলৎঝাইমারস’, ‘অটোইমিউন’ রোগ, প্রদাহ ইত্যাদিও দেখা দেয়।’’

‘‘ভিটামিন ডি’র যোগান নিশ্চিত করতে বেছে নিতে হবে চর্বিওয়ালা মাছ, ডিম, বৃক্কের মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, কমলার রস, সয়া দুধ, সিরিয়াল ইত্যাদি। এই ভিটামিনের অভাব থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ি ‘সাপ্লিমেন্ট’ নিতে হবে।’’

শীতের ত্বকের অস্বস্তি কমাতে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড

‘দ্য নিউট্রিশন টুইনস’য়ের দাবি, রক্তচাপ ও ‘ট্রাইগ্লিসারাইড’য়ের মাত্রা কমায় ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। রক্তনালীতে যে ‘প্লাক’ জমে, সেটাও রোধ করে এই উপাদান। ফলে কমায় ‘হার্ট অ্যাটাক’ ও ‘স্ট্রোক’য়ের ঝুঁকি।

আর শীতকালে ত্বক খসখসে হয়, চামড়া ওঠে, চুলকায়, প্রচণ্ড শুষ্ক হয় যায় ত্বক। এই সবগুলো অস্বস্তির জন্যই উপকারী ওই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড।

প্রদাহ রোধ করা, ত্বকের জৈবিক তেলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ, আর্দতার ভারসাম্য রক্ষা, ত্বকের অস্বস্তি কমানো ও ত্বক নরম করা ইত্যাদি সবই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার উপকারিতার মধ্যে পড়ে।

বিভিন্ন ধরনের মাছ, ‘ফ্লাক্সসিড’, ‘শিয়া সিড’, কাঠবাদাম ইত্যাদি ওমেগা থ্রি’র আদর্শ উৎস।

মৌসুমি রোগ দমাতে ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জোরদার করে ভিটামিন সি।

‘দ্য নিউট্রিশন টুইন’ বলছে, ‘‘ভিটামিন সি মৌসুমি রোগ থেকে সুরক্ষা দেয় কি-না সে ব্যাপারে পরস্পর বিপরীতমুখী মতামতের প্রচলন আছে। তবে এই ভিটামিন যে সর্দি জ্বরের তীব্রতা কমায় এবং অল্প সময়ে সুস্থ করে তোলে একথা প্রমাণীত।’’

‘অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট’ হিসেবে ভিটামিন সি অত্যন্ত সক্রিয়, যা মুক্তমৌলের ক্ষতি থেকে বাঁচায়। ফলে কোষ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়, প্রদাহের আশঙ্কা কমে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

কমলা, আঙুর, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রকলি, ‘ব্রাসেল স্প্রাউট’ ইত্যাদি ভিটামিন সি’র উল্লেখযোগ্য উৎস।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আর আঁশ

মিয়া সিন বলছেন, ‘‘শীতের আমেজ আর বিভিন্ন উৎসবের মিলিত প্রভাবে এসময়ে মানুষের মাংস এবং ভারি খাবার বেশি খাওয়া হয়। এই খাবারগুলো সুস্বাদু হলেও হঠাৎ এই পরিবর্তন ডেকে আনে হজমের সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য।’’

এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে খাদ্যাভ্যাসে থাকতে হবে প্রোটিন ও ভোজ্য আঁশ। আর দুটোই আসতে হবে উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে।

বিভিন্ন সবজি দিয়ে তৈরি সুপ, ডাল, মটরশুঁটিসহ অন্যান্য সকল সবজিই হতে পারে সুস্বাদু খাবারের পদ।

পর্যাপ্ত পানি

শীতকালে পানি পানের পরিমাণ কমে যায় অনেকটা। তবে এসময় শরীরে আরও বেশি পানি প্রয়োজন।

মিয়া সিন বলেন, ‘‘গ্রীষ্মে ঘামের সঙ্গে অনেক পানি বেরিয়ে যায়, শীতকালে ঘাম না হলেও শরীর প্রায় একই পরিমাণ পানি হারায়। কারণ এই ঋতুতে আবহাওয়ার আর্দতা কম, মূত্রবিয়োগ হয় বেশি এবং পানির পানের তাগিদ অনুভব হয় না।’’

‘‘তাই পানি পান করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। যেসব খাবারে পানির মাত্রা বেশি সেগুলো বেশি খেলেও উপকার মিলবে।’’

ভিটামিন কে-টু মিয়া সিন বলেন, ‘‘অনেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে এই ভিটামিন পায় না। হাতেগোনা কয়েকটি খাবারে প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন কে-টু পাওয়া যায়। আর থাকে কিছু ‘ফার্মেন্টেড’ খাবারে।’’

কেউ যদি ভিটামিন ডি ‘সাপ্লিমেন্ট’ নেন, তবে তার সঙ্গে ভিটামিন কে টু’র ‘সাপ্লিমেন্ট’ও নেওয়া উচিত। শরীরের ক্যালসিয়ামের সুষম বন্টনের কাজ করে এই ভিটামিন।

ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমানোর চাইতে এই পদ্ধতি বেশি কার্যকর

ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমানোর চাইতে এই পদ্ধতি বেশি কার্যকর। আর এমটাই দাবি করছে একটি গবেষণার ফলাফল।

ওবেসিট ডটঅর্গ আয়োজিত ‘ওবেসিটি উইক ২০২১’ সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণায় এই তথ্য তুলে ধরা হয়।

গবেষক এবং চিকিৎকদের জন্য এই স্থূলতা সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলন অনুসারে, একটি ‘প্রোটিন-পেইসিং ডায়েট’ এবং নিরবিচ্ছিন্ন উপবাস এক সঙ্গে মেনে চলা ‘স্ট্যান্ডার্ড হার্ট-হেলদি ডায়েট’য়ের তুলনায় বেশি চর্বি হ্রাস করে বলে জানা গেছে। নিউ ইয়র্কের ‘স্কিডমোর কলেজ’য়ের গবেষকরা স্থূলকায় ৪০ জন প্রাপ্ত বয়স্কদের ওপর আট সপ্তাহব্যাপী ওজন কমানোর পদ্ধতি অনুসরণ করানো হয়।

অর্ধেক অংশগ্রহণকারী উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার (কমপক্ষে ২৫ থেকে ৩৫ গ্রাম) দিনে চারবার গ্রহণ করেন। খাবারে গবেষকরা ‘প্রোটিনের সাপ্লিমেন্ট’ যুক্ত করেছিল। যেমন- বার ও শেইক। অংশগ্রহণকারীরা গবেষকদের দেওয়া রেসিপি অনুযায়ী নিজেরাই খাবার তৈরি করতেন এর মধ্যে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার হিসেবে ছিল মুরগি, মাছ, ডিম, গ্রিক ইয়োগার্ট, মটর ও টফু।

তারা গবেষণা চলার প্রথম চার সপ্তাহে দুএক দিন উপোস থেকে কেবল উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করেন। আর পরের সপ্তাহগুলোতে একবার করে তা অনুসরণ করেন। অন্যান্য অংশগ্রহণকারীরা ‘ক্যালরি কাটিং হার্ট-হেলদি ডায়েট’ অনুসরণ করে দিনে গড়ে ১২০০ থেকে ১৫০০ ক্যালরি, ২০ থেকে ৩০ গ্রাম আঁশ ও সীমিত বা ৩৫ শতাংশের কম চর্বি গ্রহণ করেন।

তাদেরকে কোনো রকম স্ফিমেন্ট দেওয়া হয়নি। তবে খাওয়ার জন্য ভিন্ন রেসিপি ও খাবার দেওয়া হয়েছিল।

গবেষণায় দেখা গেছে, দুই দলের ওজন হ্রাস পেলেও যারা প্রোটিন গ্রহণ করেছিল তাদের ওজন উল্লেখজনকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। তাদের চর্বি কমার পরিমাণও ছিল বেশি। যা কম ক্যালরি গ্রহণকারীদের তুলনায় দেহের মোট ভরের প্রায় ছয় শতাংশ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছিল, উপোস করার পাশাপাশি প্রোটিন গ্রহণ ওজন কমাতে সহায়তা করে।

এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ইনসাইডার ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, ‘‘বেশি সময় উপোস থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। ‘প্রোটিন-পেইসিং গ্রুপ’ যারা প্রথম চার সপ্তাহ ধরে সপ্তাহে দুদিন উপবাস করেছিল, গবেষণার শেষে তাদের পেটের চর্বি ২৭ শতাংশ হ্রাস পায়। যা ‘হার্ট-হেলদি ডায়েট গ্রুপে’র তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং একদিন উপবাস করা দলের তুলনায় ছয় শতাংশ বেশি।’’

গবেষণার প্রধান গবেষক এবং স্কিডমোর কলেজের স্বাস্থ্যের অধ্যাপক পল আর্কিরো ইনসাইডার ডটকম’কে বলেন, ‘‘প্রোটিন পেইসিং’য়ে সঙ্গে উপোস করা বিপাকের উন্নতি ঘটায়।’’

তিনি আরও বলেন, ‘উপোস চলাকালীন কী খাচ্ছেন সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বরং ক্যালরির গুণগত মানের দিকে মনোযোগ দিলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।’’ আগের কিছু গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত উপোস রাখা ক্যালরির ঘাটতি ঘটিয়ে ওজন কমায়। অন্য গবেষণা অনুযায়ী এটা গড়ে সীমিত ক্যালরি গ্রহণের তুলনায় বেশি ওজন কমায়।

প্রমাণ রয়েছে যে, উচ্চ-প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্যাভ্যাস ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে। কারণ প্রোটিন অন্যান্য ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট যেমন- কার্বোহাইড্রেইট এবং ফ্যাটের তুলনায় হজম হতে বেশি শক্তি ব্যয় করে।

প্রোটিন টাইমিং পেশি গঠনেও ভূমিকা রাখে প্রোটিন গ্রহণ এবং উপবাসে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে চর্বি-মুক্ত ভরের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে বলে প্রমাণ পেয়েছেন গবেষকরা। চর্বি-মুক্ত ভরের মধ্যে পেশির কোষ অন্তর্ভুক্ত থাকে। যা স্বাস্থ্যকর বিপাক এবং শারীরিক শক্তি বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যাপ্ত প্রোটিন খাওয়া উপবাসের সময় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোতে দেখা গেছে, উপবাস ও অন্যান্য ‘ক্যালোরি-কাটিং ডায়েট’য়ে বেশি পেশি ক্ষয় করতে পারে। আর তা পূরণ করতে প্রয়োজন প্রোটিন।

মেইকআপ তোলার সহজ উপায়

মেইকআপ ত্বকের খুঁত ঢাকে ঠিকই। তবে ঠিক মতো তোলা না হলে ত্বকে দেখা দিতে পারে নানান সমস্যা।

ফেমিনা ডটইন’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সহজে মেইকআপ তোলার পন্থা সম্পর্কে জানানো হল। মেইকআপ ওয়াইপ্সের পরে মুখ ধোয়া আমরা অনেকেই মেইকআপ ওয়াইপ্স ব্যবহারের পরে ফেইশ ওয়াশ ব্যবহার করে মুখ ধুই না। এটা অনেক বড় ভুল। এই ওয়াইপ্স মুখ ধোয়ার আগে ত্বক পরিষ্কার করতে ভালো কাজ করে। পানি দিয়ে মুখ না ধুয়ে কেবল ওয়াইপ্স ব্যবহারের পরে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে ত্বকে ব্রণ, র‍্যাশ ও ব্ল্যাক হেডস দেখা দিতে পারে।

তাই প্রথমে ওয়াইপ্স ব্যবহার করতে হবে। পরে মুখ ভালো মতো ধুয়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে।

ভালো মতো পরিষ্কার করা

মেইকআপ তুলতে সক্ষম এমন ফেইশ ওয়াশ ব্যবহার করা উচিত। মুখে ফেইস ওয়াশ মেখে ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হবে। আর সারা মুখ চুলের রেখা ও কানের চারপাশ ভালো মতো মালিশ করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

মুখে ভাপ নেওয়া

মুখ থেকে শত ভাগ মেইকআপ তোলার সহজ উপায় হল মুখে ভাপ নেওয়া। মেইকআপ তোলার আগে ভাপ নিলে লোমকূপ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর ত্বকের গভীর থেকে বাড়তি অংশ বের হয়ে যায়।

মাইসেলার ওয়াটার

ত্বক পরিষ্কার করার সবচেয়ে ভালো প্রসাধনী হল মাইসেলার ওয়াটার। এটা মেইকআপ তোলার পাশাপাশি ত্বকে আর্দতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

চোখের দিকে বাড়তি মনোযোগ দেওয়া চোখের মেইকআপ তোলা সবচেয়ে বেশি কষ্টকর। তাই চোখের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এমন প্রসাধনী দিয়ে মেইকআপ তোলা নিরাপদ। ত্বকের সঙ্গে মানানসই এবং এবং চোখের মেইকআপ তুলতে সক্ষম এমন প্রসাধনী বাছাই করা উচিত।

তুলার বল ব্যবহার

অনেক প্রচেষ্টার পরেও ত্বক থেকে সম্পূর্ণ মেইকআপ নাও উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে তুলার বলের সাহায্য নিতে হবে। প্রয়োজনে মেইকআপ রিমুভার আবার তুলার বলে নিয়ে মুছে নিতে হবে। এই সামান্য ধাপটাই ত্বককে ব্রণ ও ব্ল্যাক হেডস থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

পাকা চুল টেনে তোলার ক্ষতি

অনেকে মনে করেন পাকা চুল তুললে আরও চুল পাকতে শুরু করে, যা আসলে ভ্রান্ত ধারণা। একটা চুলকে কিছু করলে অন্যান্য চুলের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

সুইডেনের স্টকহোমে অবস্থিল চুলের সৌন্দর্যচর্চা কেন্দ্র ‘সাচাহুয়ান’য়ের ‘ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর অফ এডুকেশন’ এবং ‘হেয়ার স্টাইলিস্ট’ ট্রে গিলিয়েন বলেন, ‘‘একটি নির্দিষ্ট চুলের গোড়ায় থাকা ‘ফলিকল’য়ের মধ্যকার ‘পিগমেন্ট’ কোষগুলো যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন চুল সাদা হবে না। একটা চুলের ‘গিপমেন্ট’ কোষ মারা গেলে তার পাশের চুলের কোষে এর কোনো প্রভাব পড়ে না।’’

তবে পাকা চুল বার বার টেনে তোলার অন্য ক্ষতিকর দিক আছে।

রিয়েলসিম্পল ডটকম’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে গিলিয়েন আরও বলেন, ‘‘একটি চুলের ‘ফলিকল’ থেকে একটাই চুল গজানো সম্ভব। আর যে চুলটি একবার সাদা হয়ে গেছে, তার মানে হল ওই চুলের ‘ফলিকল’য়ের ‘পিগমেন্ট’ কোষ ইতোমধ্যেই মারা গেছে। সেটা টেনে তুলে ফেললে সেখানো আবার সাদা চুলই গজাবে।’’

‘‘তবে বারবার পাকা চুল টেনে তোলার কারণে ওই ‘ফলিকল’টি ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। এক পর্যায়ে সেই ‘ফলিকল’ থেকে চুল গজানোই বন্ধ হয়ে যাবে। একেবারে না থাকার তুলনায় পাকা চুল নিসঃন্দেহে ভালো। এছাড়াও চুল টেনে তোলার কারণে ওই স্থানে প্রদাহ দেখা দিতে পারে, দাগ হয়ে যেতে পারে, চুল পাতলা হওয়া শুরু হওয়াও সম্ভব,’’ বললেন তিনি। গিলিয়েন আরও বলেন, ‘‘পাকা চুল টেনে তুললে আরও বেশি চুল পাকতে শুরু করে এমন ভেবে নেওয়ার পেছনে কারণ হল অবশ্যই তা চট করে চোখে পড়ে। চুলের ‘ফলিকল’ যখন ‘পিগমেন্ট’ তৈরি করতে পারে না তখন সেখানে ‘সেবাম’ও উৎপাদন হয় কম। একারণে পাকা চুল অন্যান্য চুয়ের তুলনায় মোটা, অমসৃণ হতে পারে।’

‘‘তাই চুল পাকা বা সাদা কিংবা ধূসর হচ্ছে এমনটা দেখলে ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এটা সবারই হবে। অল্প বয়সেই যদি হয়ে যায় তবে কলপ করে নিতে পারেন। আর ওই চুলটা যদি সরিয়ে ফেলতেই হয় তবে তা টেনে না তুলে কেটে ফেলা ভালো হবে। আর মেনে নিতে পারলে খুবই ভালো।

ব্যথা ছাড়া হিল পরার উপায়

সঠিক উপায় ও মাপের হিল জুতা পরা না হলে তা হতে পারে পা ব্যথার কারণ।

হিল জুতা পরা বেশ আকর্ষণীয়। তাছাড়া হিল পরা অনেকের ক্ষেত্রেই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। ফেমিনা ডটইন’য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় লাইফস্টাইল ব্লগার দিব্যা সিং’য়ের দেওয়া পরামর্শগুলো অবলম্বনে জানানো হল সাবলিলভাবে হিল জুতা পরার পন্থা। গোড়ালি আর্দ রাখা জুতা পরার আগে ভালো মতো গোড়ালি ময়েশ্চারাইজ করে নিতে হবে। এতে পা ফাঁটা দূর হবে ও জুতা পরা দেখতেও সুন্দর লাগবে। পায়ের সঠিক মাপ জানা

নিজের পায়ের সঠিক মাপ জানা উচিত। জুতা কেনার আগে এ সম্পর্কে ভালো মতো নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। পায়ের মাপে পরিবর্তন আসতে পারে। তাই প্রতিবারই জুতা কেনার সময় এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বছরে অন্তত দুবার পায়ের মাপ দেখে নেওয়া উচিত।

পায়ের আকৃতির দিকে খেয়াল রাখা অনেকের পা বেশ সরু আকৃতির। অনেকের আবার কিছুটা প্রসারিত হয়ে থাকে। পায়ের ধরন বুঝে তাই জুতা নির্বাচন করা উচিত।যাদের পা প্রসারিত তাদের আঁটসাঁট জুতা না পরাই ভালো। বরং পেছনে আটকানো এবং সামনের অংশ প্রসারিত এমন জুতা বাছাই করা উচিত। যাদের গোড়ালি ছোট তাদের সামনে আবদ্ধ থাকে এমন জুতা পরা উচিত। সামনে চোখা জুতা পরা গোড়ালি ব্যথা হওয়ার অন্যতম কারণ। তাছাড়া এই ধরনের জুতা খুলে ফেলার পরেও পায়ে অনেকক্ষণ ব্যথা থেকে যায়। ব্লক হিল বা প্ল্যাটফর্ম ব্লক হিল ও প্ল্যাটফর্স সুঁচালো হিল জুতার চেয়ে পায়ের জন্য বেশি আরামদায়ক। পেন্সিল হিলের সঙ্গে তুলনা না করে নকশা করা বা ভিন্ন আকৃতির জুতা পরা যেতে পারে। এগুলো দেখতে বেশ সুন্দর ও ট্রেন্ডিও। পাতলা সোলের ক্ষেত্রে সতর্করা

পাতলা সোলের জুতা পরা পা ব্যথা সৃষ্টি করে। কিছুটা কুশনসহ সোল বাইরের ঝুঁকি শোষণ করে গোড়ালিকে নিরাপদ রাখে।

পা ব্যথা থেকে বাঁচতে একটা হিল জুতা না পরাই ভালো। পা বিশ্রাম দেওয়ার জন্য হিল পরার মাঝে দুএক দিন বিরতি রাখা প্রয়োজন।

সুরক্ষিত জুতা পরা

উঁচু জুতা পরার সময় ওপরের অংশটা বেশি ঢেকে থাকে বা গোড়ালিতে আটকে থাকে অথবা দুই দিকেই সুরক্ষা দিচ্ছে এমন জুতা পরা ভালো। এতে পা সুরক্ষিত থাকে। সাবধানতা জুতা খোলার পরে পায়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। পায়ে ব্যাথা হলে তা কমাতে বরফের প্যাক গোড়ালিতে ব্যবহার করা উপকারী। এছাড়াও সপ্তাহে একবার পায়ে মালিশ করলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

সিবিআই, ইডির দুই কর্তার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ, বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই এবং ইডির দুই কর্তার বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ তুলে বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করলেন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়।

স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে সিবিআই কর্তা সত্যেন্দ্র সিং এবং ইডি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রথীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। নারদকাণ্ডে বিধানসভা অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া সিবিআই এবং ইডির চার্জশিটে জনপ্রতিনিধিদের নাম উল্লেখ করার বিষয়টি অসাংবিধানিক জানিয়ে দুই কেন্দ্রীয় সংস্থাকে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি চিঠি পাঠান। গত ২২ সেপ্টেম্বর সিবিআই এবং ইডির দুই কর্তাকে চিঠি পাঠায়। হাজিরা এড়াতে তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। হাইকোর্টের রায় তাদের বিরুদ্ধে যাওয়া তারা বিধানসভায় হাজিরা দিয়েছিল।

সেই ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতে এবং বিধানসভায় দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে স্বাধীকারভঙ্গের অভিযোগ তুলে সরব হল ক্ষমতাসীন শাসকদল।আগেও দুই কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে। সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কয়েকটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়েছে সিবিআই এবং ইডির। শীর্ষ আদালত কয়লা-কাণ্ডের রায় দিতে গিয়ে সিবিআইকে খাঁচায় পোষা তোতাপাখি বলেও মন্তব্য করেছিল। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা নিশানা করেছে মূলত বিরোধীদের। যদিও কেন্দ্রের তরফে বারংবার দাবি করা হয়েছে, রাজ্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে।

গুয়াহাটির আজারায় চলন্ত গাড়িতে আগুন, প্রাণ রক্ষা চালক সহ শিলঙের পাঁচ যাত্রীর

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরীর আজারায় চলন্ত গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঘটনা বুধবার সকালের দিকে আজারায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সম্মুখবর্তী ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনও যাত্রী বা গাড়ির চালক সুরক্ষিত রয়েছেন। জানা গেছে, বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙের দুই মহিলা সহ চার যাত্রী এএস ০১ এমসি ৬৫৮০ নম্বরের একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ি ভাড়া করে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। তীব্র গতিতে ছুটে চলছিল সুইফট ডিজায়ার। কিন্তু আজারায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সম্মুখবর্তী গুয়াহাটি-গোয়ালপাড়া সংযোগী ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়ির ইঞ্জিনে আচমকা আগুন ধরে যায়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বায়ুসেনার দুটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ছুটে এসে গাড়ির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে গাড়িটি পুরো জ্বলে গেছে।

বৈধ ছিল না নুসরত জাহান-নিখিল জৈনের বিয়ে, জানাল আদালত

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : বৈধ ছিল না নুসরত জাহান-নিখিল জৈনের বিয়ে। নিখিল জৈনের মামলায় জানিয়ে দিল আলিপুর আদালত। নায়িকা-সাংসদ নুসরত জাহানের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় নিখিল দাবি করেছিলেন, ''আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতোই থাকতাম''। অন্যদিকে নুসরত দাবি করেছিলেন, আইনি বিচ্ছেদের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কারণ স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে সিলমোহর প্রয়োজন ছিল, তা মানা হয়নি। নুসরতের সেই কথাতেই কার্যত শীলমোহর দিল আদালত। নুসরতের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে আলিপুর আদালতে বিচ্ছেদ চেয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিলেন নিখিল। কিন্তু আদালতে এক দিনের জন্যেও মুখোমুখি হননি প্রাক্তন দম্পতি। নুসরতের মা হওয়ার খবর চাউর হওয়ার দিনই নিখিল জানিয়েছিলেন, অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর বহু দিন কোনও যোগাযোগ নেই। তিনি বলেন, ''অনাগত সন্তানের জনক আমি নই।'' তিনি জানিয়েছিলেন, নুসরতের সঙ্গে ভবিষ্যতেও কোনও সম্পর্ক তিনি রাখতে চান না। যেহেতু আইনি প্রক্রিয়ায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন হয়নি তাই অ্যানালমেন্ট করেই আলাদা হতে হত তাঁদের।

অ্যানালমেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, নুসরতকে আদালতে গিয়ে বলতে হত নিখিলের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না তাঁর। কিন্তু নুসরত সে নিয়ম পালন করেছিলেন কিনা, সে কথা স্পষ্ট নয়। নিখিল বলেছিলেন, '''যে দিন জানলাম, নুসরত আমার সঙ্গে থাকতে চায় না , অন্য কারও সঙ্গে থাকতে চায়, সে দিনই দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছি আমি। নুসরতের মা হওয়ার পরে এই সিদ্ধান্ত নিইনি আমি।''

তুরস্কে ধূমধাম করে বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা নুসরত জাহান ও ব্যবসায়ী লিখিল জৈন। এর পর দেশে ফিরে একসঙ্গে কিছু মাস থাকার পরই আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন দুজনে। বিচ্ছেদের কিছুদিন পরই একটি বিবৃতিতে নুসরত জানিয়েছিলেন যে ভারতে তাঁদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হয়নি। বৌভাত হয়েছিল কলকাতায়। তুরস্কের বিয়ে এখানে গ্রাহ্য নয়। অতএব এই বিয়ে এখানে বৈধ নয় বলেই দাবি করেন নুসরত। তাই নিখিলের সঙ্গে ডিভোর্সের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। নুসরতের এই বিবৃতির পরই আদালতের দ্বারস্থ হয়ে নুসরতের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার আবেদন করেন নিখিল জৈন। বেশ কয়েকমাস ধরে নুসরতের বিরুদ্ধে এই মামলা চলার পর অবশেষে বুধবার নিখিলের পক্ষে রায় দিল আদালত। খারিজ হল নিখিল নুসরতের বিয়ে। সূত্রের খবর, নুসরত ফের বিয়ে করেছেন যশ দাশগুপ্তকে। তাঁদের সন্তান ঈশানের জন্মের পরেই সে কথা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন নুসরত। ইনস্টাগ্রামে নানাবিধ ছবি দিয়ে যশকে 'স্বামী' সম্বোধন করতেও দেখা গিয়েছিল। বিশ্বকর্মা পুজোয় এনা সাহার দফতরে সিঁদুর মাথায় হাজির হয়েছিলেন ঈশান-জননী। সঙ্গী হয়েছিলেন যশ।

বিধানসভার সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সকলের, আরজি স্পিকারের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : বিধানসভার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব বিরোধীদেরও। বুধবার শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিনে বিরোধী দল বিজেপির বিধায়কদের সহবৎ শেখানোর চেষ্টা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও বিজেপি বিধানসভার অধিবেশন ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। 'পেট্রল-ডিজেলের দাম না কমিয়ে কেন মদের ভ্যাট কমানো হল ?' বুধবার এই দাবিতে মুলতুবি প্রস্তাব আনেন বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। বিজেপির দাবি, পুরো প্রস্তাব পড়তে দেওয়া হয়নি, তাই তাঁরা অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন। এরপরই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধীদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দিলেন। তিনি বলেন, বিরোধীরা না থাকলে বিধানসভার প্রাণ থাকে না। আপনাদের কাছে আবেদন বিধানসভায় আসুন সরকারের দোষ ত্রুটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিন। পাশাপাশি অধ্যক্ষের বক্তব্য, বিধানসভার অধিবেশনে উত্তাপ থাকবে। কিন্তু তা যেন সীমার বাইরে চলে না যায়, সেটার খেয়াল রাখতে হবে। বিধানসভার সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সকলের। তাঁর আরও দাবি, এই বিধানসভায় বিরোধীদের মর্যাদা দেওয়া হয়। ফলে বিরোধীদেরও উচিৎ সরকারের ভালো কাজের সমর্থন করা এবং ভুল-ত্রুটি হলে তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। সকলকে দেখতে হবে যাতে বিধানসভার মর্যাদা অক্ষত থাকে।

অসম : ঘোষিত মাধ্যমিক ও হাইমাদ্রাসার বিশেষ পরীক্ষার ফলাফল

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : আজ বুধবার অসমের মাধ্যমিক এবং হাইমাদ্রাসার বিশেষ পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা)। করোনার আবহে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের উত্তীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকাশিত ফলাফল বা নম্বরে অসন্তুষ্ট শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে গত ১ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত অফলাইনে অনুষ্ঠিত বিশেষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বিশেষ পরীক্ষার জন্য মাধ্যমিক এবং হাইমাদ্রাসার মোট ২২,৮০০ (৩৬) জন ছাত্রছাত্রী আবেদন করেছিল। এদের মধ্যে ১৯,৩০৫ জন বিশেষ পরীক্ষায় বসে। ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী মাধ্যমিকের ১৮,৮৭৮ জনের মধ্যে ১৩,৪২১ জন শিক্ষার্থী পাশ করেছে। অন্যদিকে হাইমাদ্রাসা পরীক্ষায় ৪৯০ জনের মধ্যে ৩৪৯ জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

শুভেন্দুর স্বস্তি, গ্রেফতার করা যাবে না তাঁকে একক বেঞ্চের রায় বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চে

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : আদালতে স্বস্তিতে শুভেন্দু অধিকারী। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখল ডিভিশন বেঞ্চ। শুভেন্দু অধিকারীকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশ ছিল শুভেন্দুবাবুকে গ্রেফতার বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। নতুন এফআইআর হলে শুভেন্দুকে জানাতে হবে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েছিল রাজ্য। বুধবার বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি কেসাং ডোমা ভুটিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ একক বেঞ্চের রায়ই বহাল রাখল। ফলে আপাতত স্বস্তিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুবাবুর বিরুদ্ধে কলকাতা-সহ রাজ্যের পাঁচটি থানায় দায়ের হওয়া পাঁচটি মামলা প্রসঙ্গে ওই নির্দেশ দেয় হাই কোর্ট।শুভেন্দুবাবু আদালতে আর্জি জানিয়েছিলেন, হয় মামলাগুলি খারিজ করা হয় অথবা সিবিআই তদন্ত হোক। যুক্তি ছিল, প্রতিটি মামলাই রাজ্যনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এবং তাঁর রাজ্য পুলিশের উপর কোনও ভরসা নেই। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা জানিয়ে দেন, শুভেন্দুকে কোনও মামলায় গ্রেফতার করা যাবে না। তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাই তাঁর মর্যাদার কথা বিবেচনা করেই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত করতে হবে। সিআইডি বা পুলিশ হঠাৎ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করলেই তাঁর পক্ষ হাজির হওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে তৎকালীন তৃণমূলের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দেহরক্ষী শুভব্রত চক্রবর্তী গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। সেই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সোমবার ভবানীভবনে শুভেন্দুকে তলব করেছিল সিআইডি। কিন্তু তিনি হাজির হননি।রায় ঘোষণার পর শুভেন্দু বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে রাজ্য চালান, সে ভাবে দেশের আইন ব্যবস্থা চলে না। এই রায় তার প্রমাণ। বিরোধী দলনেতাকে হেনস্থা করার চক্রান্ত সফল হবে না, এই রায় বিচার ব্যবস্থার জয়।"

উত্তরপূর্ব শৈক্ষিক সম্মেলন ২০ ও ২১ নভেম্বর, মূল আলোচ্য বিষয় নয়া শিক্ষানীতি, আসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র, জানান শিক্ষামন্ত্রী রণোজ আগামী ২৭ নভেম্বর নবগঠিত কলেজগুলোতে শিক্ষকদের নিয়োগ

গুয়াহাটি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী ২০ এবং ২১ নভেম্বর গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হবে উত্তরপূর্ব শৈক্ষিক সম্মেলন। জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু।

আজ বুধবার খানাপাড়ায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু জানান, মূলত নয়া শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে আগামী ২০ এবং ২১ নভেম্বর উত্তরপূর্ব শৈক্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান থাকবেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০২২ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে নয়া শিক্ষানীতি। মূলত এ সম্পর্কে আলোচনা করতেই অসম সরকারের শিক্ষা দফতর এবং শংকরদেব এডুকেশন ও রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনের স্থান গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অডিটরিয়াম।

ইতিমধ্যে কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে প্রযোজ্য হয়ে গেছে নয়া শিক্ষানীতি। ওই সব রাজ্যে গৃহীত নয়া শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরা হবে সম্মেলনে, জানান ডা. পেগু। তিনি জানান, অসমের তো বটেই, এছাড়া দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিক্ষামন্ত্রীগণ, সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সব কলেজের অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধানশিক্ষক, অন্যান্য সিনিয়র শিক্ষক, পরিচালন সমিতির বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীরা দুদিবসীয় শৈক্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে পৃথক পৃথকে বসে মতবিনিময় করা হবে, জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

সাংবাদিকদের অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, আগামী ২৭ নভেম্বর নবগঠিত কলেজগুলোতে শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া হবে।

১ জানুয়ারি পালিত হবে 'ছাত্র দিবস', মধ্যমগ্রামে প্রশাসনিক বৈঠকে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

মধ্যমগ্রাম, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : ১ জানুয়ারিকে স্টুডেন্টস ডে অর্থাৎ ছাত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার মধ্যমগ্রামে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে তিনি বললেন, "বছরের প্রথমদিন পড়ুয়াদের জন্য উৎসর্গ করব আমরা।" ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মমতা। পরে দলের সেই প্রতিষ্ঠা দিবসকে তিনি মা-মাটি-মানুষ দিবস হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করেন। এবার সেই দিনটিকেই পড়ুয়াদের জন্য বেছে নিলেন মমতা। বুধবার তিনি জানান, ওই দিন পড়ুয়াদের ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি আগামী ২০ ডিসেম্বর রাজ্যে শিক্ষা মেলা করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।

মমতা জানান, ওই দিন ১০ হাজার পড়ুয়াকে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে। এ ছাড়া বিবেকানন্দ স্কলারশিপ দেওয়ার জন্য ১২ জানুয়ারি দিনটিকে বেছে নেওয়ার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে এ দিন জানানো হয়েছে, শিক্ষা মেলার দিন ক্যাম্প থেকে ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে। ১৫০ থেকে ২০০ কোটি টাকা এই দিন পড়ুয়াদের সরকারের তরফে ঋণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যক মাসে বা প্রতি ১৫ দিন অনত্র যদি এরকম একটা করে মেলা করা যায়, তাহলে পড়ুয়াদের ঋণ পেতে সুবিধা হবে। যাদের একটা কোর্স শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারাও এই ঋণ নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরই মাস দেড়ের মধ্যে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কাজ শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনই স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের কথা বলা হয়। পরিকল্পনামাফিক, রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্ক, রাজ্যের অনুমোদিত কেন্দ্রীয় এবং জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি থেকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাওয়া যাবে। ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের পাশাপাশি সুদের হারেও ভর্তুকি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কের সুদের হার যতই ধার্য্য থাকুক না কেন, যিনি ঋণ নিচ্ছেন, তিনি কেবল ৪ শতাংশই সুদ দেবেন। সুদের হারের বাকি অঙ্ক দেবে রাজ্য সরকার। মহিলাদের জন্য রয়েছে আরও ছাড়। সুদের উপর অতিরিক্ত ৫০ বেসিস পয়েন্ট ছাড় পাবেন মহিলারা।

প্রাণঘাতী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না রামকৃষ্ণনগর পুলিশ প্রকাশ্যে ঘুরছে অভিযুক্তরা, করিমগঞ্জের পুলিশ সুপারের হস্তক্ষেপ দাবি

রামকৃষ্ণনগর (অসম), ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : অদ্ভুত অজুহাতে অটল অবস্থান, ফের মেডিক্যাল রিপোর্টের দোহাই ! প্রাণঘাতী হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না রামকৃষ্ণনগর পুলিশ। প্রাণঘাতী হামলার এক ঘটনায় রামকৃষ্ণনগর থানার পুলিশ এর আগে অভিযোগকারীকে শলা দিয়ে বলেছিল, কড়া মেডিক্যাল রিপোর্ট নিয়ে আসুন। অভিযুক্তদের সেকেন্ডের মধ্যে ধরে নিয়ে আসব। এই নিদান দিয়েই থানার তদন্তকারী আধিকারিক নিজের দায়িত্ব সেরেছিলেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া তো দূর, নিয়মরক্ষার স্পট এনকোয়ারিও করেননি তিনি।

ইত্যবসরে সংগঠিত ঘটনা সংক্রান্ত এক খবর জাতীয় সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর করিমগঞ্জ জেলা পুলিশ প্রশাসন সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী আধিকারিককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। যদিও তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পরও পরিস্থিতি প্রায় একই রয়ে গেছে। ঘটনার তদন্তে নতুন যিনি এসেছেন, সেই সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় গোস্বামীও অনেকটা তাঁর পূর্বসূরিকেই অনুসরণ করছেন। তফাৎ শুধু এ-টুকুই, তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে সেটা যে সংবাদ মাধ্যমের চাপে পড়েই, তা বুঝতে এখন আর কারও বাকি নেই।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ঘটনার তদন্তকারী নতুন আধিকারিক এমনই ভূমিকা পালন করছেন যে, প্রাণঘাতী হামলার শিকার যুবকটির পরিবারের মনে হচ্ছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তাঁদেরকে (ভুক্তভোগী অভিযোগকারী) নিয়েই বেশি টানাহ্যাঁচড়া চালাচ্ছে রামকৃষ্ণনগর থানা। কেন এমন মনে হচ্ছে ?

আহত যুবকের পরিবারের সূত্রে জানা গেছে, শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার যাবতীয় নথিপত্রের ফটোকপি পুলিশকে দেওয়ার পরও থানা থেকে বলা হচ্ছে রামকৃষ্ণনগর হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন দিতে হবে, যেখানে আহতকে চিকিৎসার জন্য প্রথম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রামকৃষ্ণনগর থানার ওই আধিকারিকের বক্তব্য, রামকৃষ্ণনগর হাসপাতাল থেকে শিলচরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে রেফার করা হয়েছিল, তার প্রমাণ দিতে হবে। প্রেসক্রিপশনটাই তার প্রমাণ। আর এখানেই বিপত্তি।

'কী বলব বলুন, আমরা বার বার বোঝানোর চেষ্টা করছি, রামকৃষ্ণনগর হাসপাতালের প্রেসক্রিপশন আমাদের হাতে নেই। ওটা শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ওখানেই রেখে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ভুল হয়েছিল এটাই যে, মেডিক্যালে জমা দেওয়ার আগে সেটার কোনও ফটোকপি রাখিনি। কিন্তু সে-সমস্ত কানে তুলতেই রাজি নয় পুলিশ।' অসহায়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে কথাগুলো বলেন জখম যুবকের পিতা স্বপন দাস। তাঁর সংযোজন, 'তা সত্ত্বেও আমরা মেডিক্যাল থেকে রামকৃষ্ণনগরের প্রেসক্রিপশনটা বের করে নিয়ে আসতে চেষ্টা-চরিত্র কম করিনি। কিন্তু সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেডিক্যালের রেকর্ডরুমের দায়িত্বপ্রাপ্তরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কাগজটি আমাদের হাতে দেওয়া যাবে না। তবে পুলিশ চাইলে মেডিক্যালের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারে।'

মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল বাবুলকুমার বেজবরুয়ার সঙ্গে যাতে থানাধিকারিকরা কথা বলতে পারেন, সে জন্য আক্রান্ত যুবকটির পরিবার বহু কষ্ট করে তাঁর ফোন নম্বর জোগাড় করে তদন্তকারী আধিকারিককে দিয়েওছিলেন। কিন্তু জানা গেছে, তিনি কথা বলেননি। 'একটা প্রেসক্রিপশনের জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না দেখে গত বৃহস্পতিবার আমরা ফের মেডিক্যালে যাই। ক্যাজুয়ালটি বিভাগের রেকর্ডরুমের ইনচার্জকে অনেক বলা সত্ত্বেও তিনি একটি কথাই বলেন, সেটা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তখন থানার অফিসারকে ফোন করে তাঁর সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দেই। ওঁনাকেও একই কথা বলেন রেকর্ডরুম ইনচার্জ। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেন দেওয়া যাবে না? রেকর্ডরুম ইনচার্জ তখন জানিয়ে দেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁর কাজ নয়। চাইলে পুলিশ অফিসার প্রিন্সিপাল স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।' এই কথাগুলো জানান আহত জয়দীপের সম্পর্কিত এক ভাই। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল বাবুলকুমার বেজবরুয়ার মোবাইল ফোনের নম্বরটাও তিনি বেশ পরিশ্রম করেই সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেটা পুলিশ আধিকারিককেও দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন উঠেছে, মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আহত যুবকের চিকিৎসার নথিপত্র যেহেতু পুলিশকে ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে, তা হলে রামকৃষ্ণনগর হাসপাতালের প্রেসক্রিপশনটাই বা-কেন এত জরুরি হয়ে উঠল? এ প্রসঙ্গ তদন্তকারী আধিকারিকের অদ্ভুত বক্তব্য, কেসটা যে রামকৃষ্ণনগর হাসপাতাল থেকে শিলচরে পাঠানো হয়েছে, তার প্রমাণ দরকার। ওই প্রমাণটা জরুরি ? না কি যুবকটির ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ হয়েছে কি না, সেটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ? মেডিক্যালের চিকিৎসায় কি প্রমাণ হয় না যে, তাঁর ওপর কোনও আক্রমণ হয়েছে, নাকি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসার ওপর পুলিশের কোনও আস্থা নেই ? তদন্তকারী আধিকারিক বিজয় গোস্বামীর জবাব, দেখুন, সব কিছুর একটা পদ্ধতি আছে। আমরা পদ্ধতি মেনে কাজ করি।

পুলিশকর্তাদের উদ্ভট এ সব যুক্তি শুনে অনেকে এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন, রামকৃষ্ণনগর থানা এলাকার আওতায় কোনও ঘটনা ঘটলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে রামকৃষ্ণনগর হাসপাতালেই প্রথম চিকিৎসা করাতে হবে এবং সেখানকার প্রেসক্রিপশন নিয়েই থানায় এফআইআর করতে হবে? তাই প্রশ্ন উঠেছে, এ ধরনের নিদানে কতটুকু সারবত্তা আছে? 'যত্তসব ফালতু কথার ফুলঝুড়ি। একজন লোক তাঁর বাঁচার তাগিদে যে কোনও হাসপাতালকেই বেছে নিতে পারে। আর এই অঞ্চলের মানুষের কাছে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালই-তো চিকিৎসাক্ষেত্রে সবচাইতে বড় আশ্রয়স্থল।' মন্তব্য করেছেন করিমগঞ্জ জেলার জনৈক তরুণ বিজেপি নেতা, যিনি একাধারে চিকিৎসা পেশার সঙ্গেও জড়িত। প্রশ্ন উঠতেই পারে, মেডিক্যাল কলেজে জমা হয়ে যাওয়া প্রেসক্রিপশন যদি আক্রান্ত পরিবারের পক্ষে ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়, এবং সেটা যদি অত্যাবশ্যকই হয়ে থাকে, তা হলে, রামকৃষ্ণনগর পুলিশ নিজেরাই বা-কেন সেখান থেকে নিয়ে আসছে না ?রামকৃষ্ণনগর পুলিশের একটি সূত্রের সাফাই, সেটা নিয়ে আসার দায়িত্ব নাকি পুলিশের নয়। তা হলে কি এটাই ধরে নিতে হবে, রামকৃষ্ণনগর হাসপাতালের নথি ছাড়া অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না? পুলিশের ওই সূত্রটি অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে পারেনি।

বসন্তপুর এলাকার একটি বড় অংশের ধারণা, পুলিশের সঙ্গে বিশেষ 'ডিল' হয়েছে বলেই অভিযুক্তরা 'ডেম কেয়ার' মনোভাব নিয়ে দিব্যি চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। আর, মেডিক্যাল রিপোর্টের দোহাইয়ের নেপথ্যে আসল কারণটা কিন্তু এটাই! এ ব্যাপারে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার আইপিএস পদ্মনাভ বরুয়ার সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন ভুক্তভোগী পরিবার এবং বসন্তপুরের একাধিক নাগরিক।

স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগ নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনকে ভর্ৎসনা হাই কোর্টের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : কর্মীনিয়োগ নিয়ে বুধবার স্কুল সার্ভিস কমিশনকে এক হাত নিল আদালত। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, "আজ, বুধবার তিনটের মধ্যে সব তথ্য আদালতে দিতে হবে।" নিয়োগে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সিবিআই-এর হাতে তদন্ত যেতে পারে বলে মঙ্গলবারই হুঁশিয়ারি দেয় আদালত। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের সচিবকেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তলব করেছিল আদালত। মঙ্গলবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে এসএসসি-র সচিবকে আদালতে আসতে হবে। ওই নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে কি না তিনি তার ব্যাখ্যা দেবেন। স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগে বেনজির অনিয়মে 'বিস্মিত' হয়ে বিচারপতি বলেন, "কোনও সময় দেওয়া হবে না। না হলে প্রয়োজনে সিআইসিএফ, আইবি, সিবিআই ঘিরে থাকবে অফিস। সব তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। এর পিছনে কে রয়েছে? কেন নিয়োগ করা হয়েছে? কোন পদ্ধতিতে তার মেমো নম্বর জানানো হোক।" আদালতে কমিশনের সচিব জানান, নর্দান আঞ্চলিক অফিস ওই নিয়োগ করেছিল। বিচারপতি বলেন, "কমিশনের কোনও কর্মীকে বাইরে যেতে দেব না। সিবিআই পাঠিয়ে সমস্ত কম্পিউটারের সব তথ্য খতিয়ে দেখা হবে। এই সময়ের মধ্যে আঞ্চলিক অফিসের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাবে না। আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও কম্পিউটার অপারেটর করা যাবে না।" প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে চতুর্থ শ্রেণিতে প্রায় ১৩ হাজার নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে রাজ্য। সেই মতো পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ নেয় এসএসসি। তার পর সেখান থেকে তারা একটি প্যানেল তৈরি করে। ২০১৯ সালে ওই প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়। অভিযোগ, প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নিয়মবহির্ভূত ভাবে প্রচুর নিয়োগ করেছে কমিশন।

মধ্যপ্রদেশে উঠছে সমস্ত বিধিনিষেধ শিবরাজ বললেন রাজ্যে নিয়ন্ত্রণে করোনা

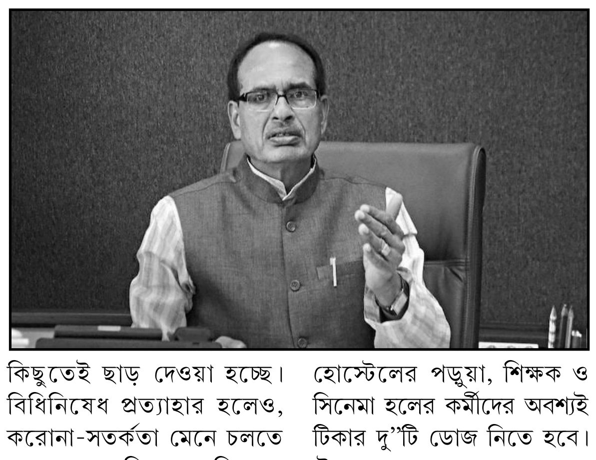

ভোপাল, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে তুলে নেওয়া হচ্ছে করোনা-সংক্রান্ত সমস্ত বিধিনিষেধ। বুধবার এমনটাই জানালেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শিবরাজ জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশে করোনা এখন নিয়ন্ত্রণে। মাত্র ৭৮ জন সক্রিয় রোগী। তাই অতিমারীর সময় যে সমস্ত বিধিনিষেধ লাগু করা হয়েছিল, সেই সমস্ত বিধিনিষেধ আমার তুলে নিচ্ছি।

বুধবার রাত থেকে নৈশ কারফিউ তুলে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, সিনেমা হল, শপিং মল, সুইমিং পুল, ব্যামাগার, যোগকেন্দ্র, রেস্তোরাঁ, ক্লাব, স্কুল, কলেজ, হোস্টেল, কোচিং সেন্টার সমস্ত কিছুতেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে। বিধিনিষেধ প্রত্যাহার হলেও, করোনা-সতর্কতা মেনে চলতে হবে বলে জানিয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান। মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক। সমস্ত দোকানের মালিক, ১৮ বছরের উর্ধ্বে হোস্টেলের পড়ুয়া, শিক্ষক ও সিনেমা হলের কর্মীদের অবশ্যই টিকার দু''টি ডোজ নিতে হবে। উল্লেখ্য, রাজ্যের কোভিড-পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার একটি বৈঠক করেছিলেন শিবরাজ, তারপরই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার বিষয়ে তিনি জানান।

নির্বাচন কমিশনারের কাছে একাধিক নাশিল জানাল বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। নির্বাচন কমিশনারের কাছে বুধবার অভিযোগ জানাল বামফ্রন্ট। আসন্ন নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ হয় এর জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের সাথে বুধবার দুপুরে সাড়ে বারোটা নাগাদ বামফ্রন্টের একটি প্রতিনিধি দল দেখা করেন। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক দুলাল দেব, সি পি আই নেতা বিক্রমজিৎ সেনগুপ্ত, আর এস পি নেতা দীপক দেব। নির্বাচন কমিশনার এম এল দে'কে বলা হয়েছে গত ২১ অক্টোবর আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে বামফ্রন্টের একটি প্রতিনিধি দল এসে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিলো।তারপর নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন, রাজ্য পুলিশ সহ প্রশাসনের কোন সহযোগিতা পায়নি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীদের বাড়িতে গিয়ে প্রাণনাশের হুমকি এবং প্রাণনাশের চেষ্টা করা সহ বাড়িঘর ভাঙচুরের ঘটনা করেছে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত অনেকগুলো মামলা পুলিশের কাছে করার পরেও একজনও গ্রেফতার হয়নি। এটি কি আপনার শাসন প্রশাসন? তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় নির্বাচন কমিশনারকে। নির্বাচন কমিশনারের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। বুধবার সন্ধ্যায় সিপিআইএম রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনারকে আরও বলা হয়েছে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি কোন ধরনের প্রচার সজ্জা লাগিয়ে রাখতে পারছে না। ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন লাগানো এক ঘণ্টার মধ্যে তুলে নিচ্ছে। আর এটাই কি আপনার সাংবিধানিক পদে আসীন থেকে দায়িত্ব পালন করার দিক। এমনকি শাসক দলের দুর্বৃত্তরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ভোটকেন্দ্রে বামপন্থী কোন প্রার্থী এবং কোন কর্মী যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য তারা ব্যবস্থা নেবে। তাই এর বিরুদ্ধে আপনাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে প্রত্যেক পোলিং এজেন্টকে ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা সাথে নিয়ে যাওয়া এবং ভোট কেন্দ্র থেকে নিরাপত্তার সাথে তার অফিসে বা নিজ বাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

গরুর পুনর্বাসন বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে পশু পাচারকারীরা দেশবিরোধী কর্মকাণ্ড যেমন অস্ত্র, , চোরাচালান, জাল মুদ্রার ব্যবসা এবং অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

এই হুমকি বন্ধ করতে, সাহসী জওয়ানরা প্রায়শই তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্তে গবাদি পশু বাঁচাতে তাদের জীবন উৎসর্গ করে চলেছেন, কিন্তু, ডিজি বিএসএফ তাদের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। চোরাকারবারিদের হাত থেকে উদ্ধার করা গবাদি পশুদের জন্য সীমান্ত ফাঁড়িতে কোনো পশুখাদ্য ও আশ্রয় না দিয়ে জওয়ানদের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। ফলে জওয়ানদের সামনেই বিওপিতে অনাহারে ও অবহেলায় মারা যাচ্ছে গরু। পশুদের দুর্ভোগ তাদের নিরাশ করছে।

জওয়ানদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে, এনজিও ধ্যান ফাউন্ডেশন এই উদ্ধার করা গবাদি পশুদের পুনর্বাসনের জন্য তাদের গোশালায় স্থানান্তরিত করা শুরু করে। কিন্তু এই পরিষেবাটিও বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।সীমান্তে গরুর এই অবস্থা খুবই খারাপ। সৈন্যরা তাদের বাঁচানোর জন্য তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চিটফান্ড মামলায় স্পেশাল পিপি নিয়োগের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার উপর উচ্চ আদালতে শুনানি হয়। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি ও বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে এই শুনানি হয়। শুনানি চলাকালীন আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ উনার বক্তব্য তুলে ধরেন। উচ্চ আদালত সব বিষয় খতিয়ে দেখার পর বেশ কিছু নির্দেশ দেয়। মঙ্গলবার উচ্চ আদালত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে চিটফান্ড কেলেঙ্কারির মামলা গুলি পরিচালনার জন্য বিশেষ আইনজীবী নিয়োগ করার জন্য। একই সাথে অভিযুক্তদের সম্পত্তি দ্রুত বাজেয়াপ্ত করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। যে সকল অভিযুক্তর সম্পত্তি বহিঃরাজ্যে রয়েছে তাদের সম্পত্তি যেন বাজেয়াপ্ত করা যায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। পাশাপাশি চিটফান্ডের ফাঁদে পা দিয়ে যে সকল সাধারন নাগরিক প্রতারিত হয়েছে তারা যেন তাদের কষ্টার্জিত টাকা ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে তার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন আবাস যোজনার সুবিধাভোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। গত ১৪ ই নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গৃহনির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করেছেন। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে রীতিমতো খুশির জোয়ার বইছে। চড়িলাম বিধানসভার উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২৯ টি পরিবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন। কিন্তু সেই গ্রামের অঞ্জলি দেবনাথ, কানন দেবনাথ, শিপ্রা দেবনাথ সহ ১২৯ টি পরিবারে আজ আনন্দের জোঁয়ার দেখা গেছে। বুধবার বিকালে উত্তর ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২৯ জন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সুবিধাভোগী এবং স্থানীয়রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে রেলি করেছে। চড়িলাম মন্ডলের তিন নম্বর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে এ ধন্যবাদ রেলি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গ্রামের সকল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সুবিধাভোগী নাগরিকরা অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। যুব মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দেবনাথ,মন্ডল সম্পাদক গোপাল দেবনাথ,যুব মোর্চার চড়িলাম মন্ডল সভাপতি গোপাল শর্মা সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা ধন্যবাদ রেলিতে অংশগ্রহণ করেছেন। ঘর প্রাপক অর্জুন শীল,বিপ্লব পাল,স্বপন বিশ্বাস জানান আমরা কখনো ভাবেনি এভাবে প্রধানমন্ত্রী আমাদের ব্যাঙ্কে ঘরের টাকা প্রদান করবেন। কাউকে চাঁদা দিতে হয়নি। অথচ একসময় এই গ্রামের নিরীহ মানুষ একটি সরকারি সুবিধার জন্য নেতার বাড়িতে পঞ্চায়েতে বছরের পর বছর ঘুরতে হয়েছে। প্রতি মাসে চাঁদা দিতে হয়েছে।রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে মিছিলে হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু আজ কেউ জিজ্ঞেস করেনি অর্জুন, শিপ্রা, কানন, অঞ্জলিরা কোন পার্টি করে। এতো সহজে সরকারি ঘর পাবে কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি তারা।

কন্যা সন্তান জন্ম নেয়ায় গোটা পরিবারে খুশির আবহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। উদয়পুরে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহন করায় আনন্দে মাতোয়ারা পিতা মাতা সহ গোটা পরিবারের লোকজন। । কন্যা সন্তান হওয়ার আনন্দে এদিন ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে গাড়ি সাজিয়ে হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাত কন্যাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যান উদয়পুর ছাতারিয়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত রাজু দেবনাথ এবং উনার স্ত্রী অর্পিতা দেবনাথ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একাংশের মধ্যে কন্যা সন্তান নিয়ে অবহেলা যখন চরম থেকে চরমতর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ে ভিন্ন নজির স্থাপন করল উদয়পুরের এক দম্পতি। উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে কন্যা সন্তান জন্ম দেন

বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত রাজু দেবনাথের স্ত্রী অর্পিতা দেবনাথ। সুস্থ-সবল ফুটফুটে কন্যা সন্তান পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা দম্পতি। গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে রীতিমতো ব্যান্ড পার্টি নিয়ে ব্যান্ডের তালে তালে তারা কন্যা সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে যান। বিষয়টি রীতিমতো এলাকার মানুষের নজর কেড়েছে। কন্যা সন্তান নিয়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে অনাদর অবহেলা ঠিক সেই সময়ে কন্যাসন্তানকে এভাবে সাদরে গ্রহণ করার বিষয়টি নতুন বার্তা দেবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল। জানা যায়,

এদিন ব্যান্ড পার্টির তালে তালে নাচতে নাচতে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় সদ্যোজাত কন্যা সন্তানকে। উল্লেখ্য, গত শনিবার উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে অর্পিতা দেবী একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। এদিকে এই বিষয়ে সদ্যোজাত কন্যা সন্তানের পিতা রাজু দেবনাথ জানান ,বর্তমান সমাজে অনেকে যেখানে কন্যা সন্তান জন্ম হলে অবহেলা অযত্ন করা শুরু করে সেখানে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়াতে সকলের কাছে একটি সুন্দর বার্তা পৌছে দিতেই উনার এই উদ্যোগ। এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এখনও পুরুষতান্ত্রিক। সে কারণেই কন্যা সন্তান ও মায়েদের অবহেলার চোখে দেখার অভ্যেস পরিত্যাগ করতে পারেননি। উদয়পুরের এক দম্পতি কন্যা সন্তানকে যেভাবে হাসপাতাল থেকে বরণ করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এ ধরনের নজির সমাজব্যবস্থাকে নতুনবার্তা দেবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গন্ডাছড়া কলেজে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের এন এস এস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার এক রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে বর্তমানে রক্তের সংকট চলছে। রক্তের অভাবে মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটছে। এই সংকটময় পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে গন্ডাছড়া কলেজের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির এর অঙ্গ হিসেবে বুধবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে সাত দিনব্যাপী স্পেশাল ক্যাম্পের বুধবার ছিল ষষ্ঠ দিন। এদিন মহাবিদ্যালয়ে রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ ডঃ সৌভিক বাগচি,এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার অভিজিৎ চৌধুরী, কুলাই জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের ইনচার্জ ডঃ কেকে দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, রমেন্দ্র রায় প্রমুখ। এদিন ৪২জন ছাত্র-ছাত্রী রক্ত দান করেন। রক্তদান উৎসবকে কেন্দ্র করে কলেজ পড়ুয়া এনএসএস ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার বলেন রক্তদান হল জীবনদান এবং এনএসএস ইউনিটের এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। গন্ডাছড়া কলেজের এনএসএস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় বিভিন্ন মহল থেকে সন্তুষ ব্যক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে রক্তের অভাবে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই সংকটময় মুহূর্তে কলেজ পড়ুয়া ছাত্র ছাত্রীরা যেভাবে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

উদয়পুরে কলা উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। দুইদিন ব্যাপী গোমতি জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব আজ শেষ হয়েছে।জেলা শিক্ষা আধিকারিকের অফিস ও গোমতি জেলা তথ্য সংস্কৃতি কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পালিত হয় গোমতি জেলা কলা উৎসব। মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর জামতলাস্থিত পুরাতন টাউন হলে। গত বছর করোনা আবহে অন লাইনে এই কলা উৎসব পালিত হয়েছে।

এই বছর করোনার প্রকোপ কিছুটা কম থাকায় ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও কানায় কানায় হল ভর্তি শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে টাউন হল ছিলো বেশ জাঁকজমক। গোমতি জেলার মোট বারোটি ইভেন্টে ১৩৩জন প্রতিযোগি / প্রতিযোগিনীর অংশ গ্রহণ করেন। অপরদিকে নৃত্য ও অংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক অফিসের ও এস ডি ভিক্টর রিয়াং, কে বি আই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ সরকার, সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাগন। দুইদিন ব্যাপী এই সংগীত, নৃত্য, অংকন, ফোক সঙ্গীত সহ অন্যান্য ইভেন্টে দক্ষিণ জেলা থেকে আগত বিচারকরা প্রথম ,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্বাচিত করেন যারা প্রথম স্থান দখল করেছেন তারা রাজ্য ভিত্তিক কলা উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। রাজ্য স্তরের পর জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। দীর্ঘ দিন পর উদয়পুর পুরাতন টাউন হল কানায় কানায় দর্শক দিয়ে পূর্ণ ছিলো। ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, জেলা শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি ভিক্টর রিয়াং, কে বি আই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দিলীপ সরকার, চন্দ্রপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাদল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য ব্যক্তি বর্গ। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

কাকরাবনে গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৭ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কাকড়াবন মন্ডলের প্রাক্তন সভাপতি তথা বর্তমানে বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় কয়েকটি জনসভাতে প্রথম থেকেই দাবি করে আসছিল কাকরাবন থেকেই গ্যাসের সিলিন্ডার নিতে পারবে কাকড়াবন বাসীর। উল্লেখ্য, এতদিন কাকরাবন বাসীরা উদয়পুর থেকে গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে যাওয়ার ফলে সিলিন্ডার বহনের খরচ অনেকটাই বেশী পড়তো এবং সময়ও বেশী ব্যয় হতৌ। কাকরাবন এলাকায় প্রায় নয় হাজার গ্যাস কানেকশন রয়েছে বলে সংবাদ সূত্রে জানা যায়। এখন থেকে কাকরাবন আর ডি ব্লক এর প্রাঙ্গনে উদয়পুরের দ্বীপ গ্যাস এজেন্সি এবং ত্রিনয়নী গ্যাস এজেন্সি সপ্তাহে চার দিন গ্যাসের সিলিন্ডার প্রদান করবে। বুধবার এই উপলক্ষ্যে কাকরাবন ব্লক প্রাঙ্গনে গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিষেক দেবরায়। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী জীতেন মজুমদার, বিশ্বজিত সরকার, কাকরাবন ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপ্রিয়া সাহা, কাকড়াবন ব্লকের ভিডিও অভিজিত দাস সহ গ্যাস এজেন্সি কর্তৃপক্ষ। এই খবর পেয়ে গ্রাহকরা যার পর নাই খুশি।

কল্যাণমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি আজ দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলেন, এক সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছেন দেশের কৃষকরা। দুর্যোগ বা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির। যা কোভিড অতিমারির সময় আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

আমরা আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার করার সপক্ষে ভিডিও প্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট ছবিও শেয়ার করেছি। মামলার আগের নির্দেশনা অনুসারে সেই সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে নেওয়া পদক্ষেপ সম্পর্কেও আদালতকে অবহিত করা হয়েছে। রাজ্যে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিপন্ন করে এমন পোস্টগুলি সরাতে পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে যোগাযোগ করেছে। এছাড়াও, ২৬ অক্টোবরের ঘটনায় দায়ের করা মামলাগুলির বর্তমান অবস্থার বিষয়েও রিপোর্ট জমা দিয়েছে। প্রতিটি মামলার বিশদ বিবরণ, তদন্তের অগ্রগতি এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

পুর ভোট

● প্রথম পাতার পর

দলের এজেন্ট দের সামনে রেখে ইভিএম মেশিন কমিশনিং করা হয়।

সদরের এসডিএম তথা রিটার্নিং অফিসারঅসীম সাহা জানান প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত ৬টি ইভিএম মেশিন কমিশনিং করা হচ্ছে।কোন ভোটকেন্দ্রে ইভিএম মেশিন ত্রুটি দেখা দিলে বিকল্প ইভিএম মেশিন যাতে দ্রুত সেখানে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই অতিরিক্ত ইভিএম মেশিন গুলি প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

ইভিএম মেশিন কমিশনিং করার পর স্ট্রংরুমে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হবে। রিটার্নিং অফিসার আরো জানান ইভিএম মেশিন কমিশনিং করার সময় নয়, ভোটকেন্দ্রে ভোট গ্রহণের আগে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের পরিষদের সামনে ইভিএম মেশিন গুলো ঠিকঠাক রয়েছে কিনা তা প্রদর্শন করা হবে।

প্রশ্ন

● প্রথম পাতার পর

পরিচ্ছদের মাধ্যমে এক জাতির পরিচয় ফুটে উঠে। এক্ষেত্রে তিপ্রাসার পোশাক আমাদের পরিধান করতে আপত্তি কীসের, জানতে চান তিনি। তাঁর দাবি, আজ রিসা সর্বত্র ব্যবহার হচ্ছে। দেবব্রত কলই ২০০১ সালে প্রথম রিসার প্রচলন করেছিলেন, বলেন তিনি। এডিসি এলাকা উন্নয়নে কর্মচারীদের কাছ থেকেও পরামর্শ চেয়েছেন এমডিসি প্রদ্যুৎবিক্রম কিশোর মানিক্য দেববর্মা।।

এই বৈঠকে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া জনগণের স্বার্থে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সম্মিলিতভাবে যত্নবান হয়ে কাজ করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। জনগণের জন্য হলেও নিজের মনে করে সমস্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে প্রদ্যুতের নেতৃত্বে এডিসির গৃহীত কর্মসূচি রূপায়ণে সকলকে সহযোগিতা করতে জমাতিয়া আহ্বান রাখেন।

সন্দেহভাজন

● প্রথম পাতার পর

সেখানে ২৫ জন কলকাতার বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এদিকে গতকাল রাতই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা পাঁচজনকে আটক করেছিল পুলিশ। তাঁদের মধ্যে চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বহিরাগতদের ত্রিপুরায় অবস্থান সম্পর্কে অনেক তথ্য পেয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, পুর নির্বাচনকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস জোরকদমে প্রচার শুরু করেছে। এতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক এনেও তাঁরা প্রচার করছে। গত দু-দিনে আটক সকলেই তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক বলে পরিচয় মিলেছে। এক্ষেত্রে বহিরাগতদের এনে নির্বাচনী প্রচার নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দাবি করেছেন, তৃণমূল বহিরাগতদের এনে নির্বাচনী মুহূর্তে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্ন করার চেষ্টায় রয়েছে। ফলে, এ-বিষয়ে সকলের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ধর্মনগর

● প্রথম পাতার পর

চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। চোরের দল শহরের বাড়ি ঘরে হানা দিয়ে গৃহস্থের নগদ অর্থ সহ মুল্যবান স্বর্নালংকার চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কালি পূজোর রাতে উত্তর নয়াপাড়ার শৈলেন চন্দ্র পালের বাড়িতে সাফাই অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে স্বর্নালংকার নিয়ে যায় চোরের দল।গৃহস্থ শৈলেন চন্দ্র পাল ধর্মনগর থানায় লিখিত আকারে একটি চুরির মামলা দায়ের করেন।শহর এলাকাতে দিন দিন চুরির ঘটনা ঘটলেও ধর্মনগর থানা একটি চুরির ঘটনাও কিনারা করতে পারেনি। পরবর্তীতে ধর্মনগর থানার পুলিশ চোর ধরার জন্য বিশেষ একটি টিম গঠন করে। আর বিশেষ টিম গঠন করার পরেই পুলিশ এর সাফল্য আসে। উক্ত থানার পুলিশ জানায়,ধর্মনগর শহরের মান্ডপ পাড়ার লিঙ্ক রোড এলাকাতে একটি ছেলে কলেজ ছাত্র হিসাবে দীর্ঘ দিন যাবত ভাড়া থাকতো। কিন্তু তার চলাফেরা ছিল সন্দেহ জনক। পুলিশ তার উপর নজরদারি চালিয়ে মঙ্গলবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে। তারপর তার ঘর থেকে চুরি যাওয়া প্রচুর স্বর্নালংকার উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধারকৃত স্বর্নালংকার গুলি গৃহস্থ শৈলেন চন্দ্র পালের বলে জানা গেছে। পাশাপাশি পুলিশ জানায়,ছাত্র বেশী চোরের নাম জনার্দন চাকমা(২২)।তার বাড়ি কাঞ্চনপুরের দুপাট্টা ছড়া এলাকায়। ধর্মনগর থানার পুলিশ ধৃত চোরকে আটক করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০ ধারায় মামলা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।ধৃত চোরের সাথে এসকল চুরিকান্ডে কার কার যোগসূত্র রয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ আরো জানায়, আগামীকাল ধৃত চোর জনার্দন চাকমাকে জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

পূর্ব পিপরিয়াখোলাস্থিত মৃতা গৃহবধূ সুপ্রিয়ার বাপের বাড়ির লোকজন সহ শতাধিক লোক সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্ত স্বামী শাশুড়ী ও শ্বশুর গ্রেপ্তারের দাবিতে ভিড় জমায় বিলোনিয়া মহাকুমা হাসপাতাল চত্বরে। পরিবারের লোকজনদের তরফ থেকে প্রশাসনের নিকট অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে সকাল থেকে পোস্টমর্টেম করতে দেওয়া হয়নি মৃতা সুপ্রিয়ার মরদেহকে। একসময় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের হস্তক্ষেপে ময়না তদন্তের জন্য মরদেহ পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে। অবশেষে অবস্থা বেগতিক দেখে দক্ষিণ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জগদীশচন্দ্র নমোর হস্তক্ষেপে পরিবারের লোকজন এবং উপস্থিত প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালেই পোস্টমর্টেম সম্পন্ন করে মৃতা গৃহবধূর মরদেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে।

মৃতার পরিবারের লোকজনরা অভিযুক্ত স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। কড়া বার্তা দেওয়া হয় বিলোনিয়া মহিলা থানার অফিসারের বিরুদ্ধেও। এদিকে ১৭/২১। ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪(বি) ৩৪ ধারায় মামলা নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। এদিন ময়না তদন্তের সময় হাসপাতালে আসেনি স্বামীর বাড়ির কেউ সূত্রের খবর সবাই পলাতক।

কর্মীরাই

● প্রথম পাতার পর

যতটা এগিয়ে আসছে ঠিক ততটাই রাজনৈতিক সন্ত্রাস কায়েম করতে চাইছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। রাতের অন্ধকারে দুস্কৃতিকারীরা বিজেপি দলের প্রচার শয্যা নষ্ট করে দিয়েছে। সেই সাথে রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ভারতীয় জনতা পার্টির ফ্ল্যাগ নালা নর্দমায় ফেলে দেয় দুস্কৃতিকারীরা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের অধীন ১৩নং ওয়ার্ড এলাকায় মঙ্গলবার রাতের কোন এক সময়। পরে বুধবার সকালে পথচলতি মানুষজনরা প্রত্যক্ষ করেন রাস্তার পাশে দাঁড় করানো বিজেপি দলের ফ্ল্যাগ নালা,নর্দমায় পড়ে রয়েছে। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় বিজেপি দলের কার্যকর্তাদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ১৩নং ওয়ার্ডের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী ইন্দ্রজিত দাস সহ দলীয় কর্মী সর্মথকরা। পরে মনোনীত প্রার্থী মোবাইল ফোন যুগে ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়কে অবগত করেন। যদিও কর্মীসমর্থকরা নিজেদের প্রচেষ্টায় দলীয় ফ্ল্যাগ নালা-নর্দমা থেকে উদ্ধার করে। পরে এ ব্যাপারে ১৩নং ওয়ার্ডের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী ইন্দ্রজিত দাস সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, উক্ত এলাকায় বিগত দিনে সিপিআইএম দলের বিভিন্ন সংগঠন ছিল। সেই সংগঠনগুলি বর্তমানে দুর্বল হয়ে আছে। এদিকে তিনি এও অভিযোগ করে জানান, বর্তমানে উক্ত এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস নামধারী কিছু সংখ্যক দুস্কৃতিকারীরা রাতের অন্ধকারে মদ্যপান করে ঘুরে বেড়ায়। তারাই এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এরকম বর্বরোচিত ঘটনা গুলি করে বেড়াচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এ এলাকায় নির্বাচনী সন্ত্রাস ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও প্রশাসনের তরফে এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের নজির মিলেনি। পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলে এধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কমানো সম্ভব হলেও বিভিন্ন মহল থেকে দাবি করা হয়েছে।

বৃদ্ধা

● প্রথম পাতার পর

দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৬০ বছরের ফলন রানী দেবের উপর সামনাসামনি এসে ধাক্কা মারে।

সাথে সাথে মহিলা ঘটনাস্থলেই রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায়। যান দুর্ঘটনার ঘটনাটি চৌমুনির লোকজন দেখতে পেয়ে সাথে সাথে বৃদ্ধ মহিলাকে প্রথমে গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। জিবি হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসারত অবস্থায় ঘণ্টাখানেকের পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী জানা গেছে বাইক আরোহী বক্সনগর এলাকার জামাই নামে পরিচিত রাজু মিয়া দুর্ঘটনাগ্রস্ত মহিলাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান।পরবর্তী সময়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বাইক আরোহীকে না পেয়ে বাইকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।বর্তমানে বাইকটি কলমচৌড়া থানা হেফাজতে রয়েছে।মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।তার দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান রয়েছে।বর্তমানে বৃদ্ধ মহিলা জিবি হাসপাতালের মর্গে রয়েছে।বৃহস্পতিবার তার মৃতদেহ ময়না তদন্ত করার পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে। মৃত্যুতে পরিবার সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

সুপ্রিম কোর্ট

● প্রথম পাতার পর

ফেসবুক পোস্ট এবং দুটি ইউটিউব পোস্ট রয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের দাবি, এখন পর্যন্ত ১২৪ জন সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে। যা প্রমাণ করেছে, ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার মতো কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

এদিকে, ওই দুই আইনজীবী এবং এক সাংবাদিক ত্রিপুরা পুলিশের দায়েরকৃত এজাহার বাতিল করার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের ওই এজাহারে সংবিধান প্রদত্ত বাকস্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। এজাহারে তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ইউএপিএ-তে মামলা রুজু করেছে। আজ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এনভি রামান্না, বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে শুনানি হয়েছে। আদালত ত্রিপুরা পুলিশের এজাহার বাতিলের আবেদন মঞ্জুর করেনি। তবে, আবেদনকারীদের গ্রেফতারিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সাথে পুলিশের তদন্ত কাজ বন্ধ করারও নির্দেশ দেয়নি আদালত। তবে ত্রিপুরা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছে আদালত। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ৩ জানুয়ারি ওই আবেদনের ওপর পুনরায় শুনানি হবে।

াঙ্গন

শেষ ওভারের রোমাঞ্চে ভারতের জয়

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উত্তেজনার রেশ না কাটতেই মাঠে নেমে আরেকটি নখ-কামড়ানো ম্যাচ উপহার দিল ভারত ও নিউ জিল্যান্ড। মার্টিন গাপটিল ও মার্ক চাপম্যানের ফিফটিতে লড়াই করার পুঁজি পেল কিউইরা। রোহিত শর্মা ও সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে রান তাড়া সহজই মনে হচ্ছিল স্বাগতিকদের জন্য। কিন্তু শেষ দিকে দেখা মিলল রোমাঞ্চের। অবশ্য জয়ের হাসি নিয়েই শেষ পর্যন্ত মাঠ ছাড়ল ভারত।

জয়পুরে বুধবার প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিউ জিল্যান্ডকে ৫ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে এগিয়ে গেছে ভারত। সফরকারীদের ১৬৪ রান তারা ছাড়িয়ে যায় ২ বল বাকি থাকতে। পূর্ণ মেয়াদে ভারতের কোচ হিসেবে জয় দিয়ে পথচলা শুরু করলেন রাহুল দ্রাবিড়। আর বিরাট কোহলির টি-টোয়েন্টির নেতৃত্ব ছাড়ার পর প্রথম ম্যাচেই অধিনায়ক হিসেবে জয় পেলেন রোহিত। যদিও তাকে স্থায়ীভাবে নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে এখনও কিছু বলেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই।

৮ বছর পর সাওয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে হওয়া প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে লড়াই হলো দারুণ। শেষ দুই ওভারে ভারতের প্রয়োজন ছিল ১৬। ১৯তম ওভারে দুর্দান্ত বোলিংয়ে কেবল ৬ রান দেন টিম সাউদি। শেষ ৬ বলে ১০ রানের জন্য ড্যারিল মিচেলের হাতে তুলে দেওয়া হয় বল। অভিষিক্ত ভেঙ্কাটেশ আইয়ারের উইকেট নিয়ে তিনি ম্যাচ যদিও জমিয়ে দেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি তিনি। রিশাভ পান্তের চারে জয়ের বন্দরে পৌঁছায় ভারত।

ব্যাটিং উইকেটে এদিন টস হেরে খেলতে দলকে বড় সংগ্রহ এনে দেওয়ার মূল কাজটি করেন গাপটিল ও চাপম্যান। দুইজনেই করেন ফিফটি। রান তাড়ায় ৬২ রান করে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জেতেন সূর্যকুমার। রোহিতের ব্যাট থেকে আসে ৪৮ রান। শেষের মতো শুরুটাও ভালো ছিল না নিউ জিল্যান্ডের। ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের তৃতীয় বলেই তার হারায় উইকেট। দুর্দান্ত এক ইনসুইং ডেলিভারিতে মিচেলের স্টাম্প এলোমেলো করে দেন ভুবনেশ্বর কুমার। নিউ জিল্যান্ডকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তোলার নায়ক আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে প্রথমবার পান গোল্ডেন ডাকের তেতো স্বাদ।

সেই ধাক্কা সামাল দিয়ে দলকে ১০৯ রানের জুটি উপহার দেন গাপটিল ও দলে ফেরা চাপম্যান। শুরুতে দুইজনই ভুগছিলেন রান তুলতে। প্রথম ১০ ওভার শেষে নিউ জিল্যান্ডের রান ছিল ৬৫। এরপর রানের গতিতে দম দেন দুইজনই। মোহাম্মদ সিরাজকে টানা ছক্কা-চার মারেন গাপটিল। আকসার প্যাটেলকে মিডউইকেট দিয়ে ছক্কায় উড়িয়ে ৪৫ বলে ফিফটি স্পর্শ করেন চাপম্যান। টি-টোয়েন্টিতে দুই দেশের হয়ে ফিফটি করা প্রথম ক্রিকেটার তিনি। ২০১৫ সালে হংকংয়ের হয়ে ওমানের বিপক্ষে ফিফটি ছিল বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যানের।

পঞ্চাশের পর বেশিক্ষণ টিকেননি চাপম্যান। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের ঝুলিয়ে দেওয়া বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি ২ ছক্কা ও ৬ চারে ৬৩ রান করে। ওই ওভারেই গ্লেন ফিলিপসকে এলবিডব্লিউ করে দেন ভারত স্পিনার। জোড়া উইকেট পড়লেও দমে যাননি গাপটিল। সিরাজকে উড়িয়ে সীমানা ছাড়া করে ৩১ বলে তিনি তুলে নেন ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি তার প্রথম ফিফটি। দিপক চাহারকে মিডউইকেট দিয়ে গ্যালারিতে আছড়ে ফেলার পরের বলেই ক্যাচ দিয়ে ফেরেন গাপটিল। ৪ ছক্কা ও ৩ চারে করেন ৪২ বলে ৭০। রান তাড়ায় রোহিত ও লোকেশ রাহুলের ব্যাটে উড়ন্ত সূচনা পায় ভারত। টিম সাউদিকে টানা দুই চারের পর ছক্কায় ওড়ান রোহিত। এই দুইজন ঝড় বইয়ে দেন ট্রেন্ট বোল্টের ওপর দিয়ে। দুটি করে ছক্কা-চারে ওভার থেকে আসে ২১ রান।

পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে সীমানায় ধরা পড়েন রাহুল (১৪ বলে ১৫)। তাকে হারিয়ে প্রথম ৬ ওভারে ৫৬ রান তোলে ভারত। ক্রিজে গিয়েই দ্রুত রান তোলায় মনোযোগ দেন সূর্যকুমার যাদব। রোহিতের সঙ্গে ৫৯ রানের জুটিতে অগ্রণী ছিলেন তিনিই। তাদের প্রতিরোধ ভাঙে ২ ছক্কা ও ৫ চারে ৪৮ রান করা ভারত অধিনায়কের বিদায়ে। বোল্টের স্লোয়ারে ক্যাচ তুলে দেন তিনি।

পান্ত ও সূর্যযাদব ব্যাটে সহজেই এগিয়ে যাচ্ছিল ভারত। কিন্তু বিপত্তি বাধে বোল্টের বলে সূর্যকুমার বোল্ড হলে। ৩ ছক্কা ও ৬ চারে ৬২ করে সূর্যকুমার ফেরার পর দ্রুত বিদায় নেন শ্রেয়াস আইয়ার। আগে বেশ ভুগলেও শেষ ওভারের চতুর্থ বলে চার মেরে দলকে জয় এনে দেন পান্ত। তিন সংস্করণ মিলিয়ে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে টানা সাত ম্যাচ হারার পর জিতল ভারত।

আগামী শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে দুই দল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: নিউ জিল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৬৪/৬ (গাপটিল ৭০, মিচেল ০, চাপম্যান ৬৩, ফিলিপস ০, সাইফার্ট ১২, রাচিন ৭, স্যান্টনার ৪*, সাউদি ০*; ভুবনেশ্বর ৪-০-২৫-২, দিপক ৪-০-৪২-১, সিরাজ ৪-০-৩৯-১, অশ্বিন ৪-০-২৩-২, আকসার ৪-০-৩১-০)।

ভারত: ১৯.৪ ওভারে ১৬৬/৫ (রাহুল ১৫, রোহিত ৪৮, সূর্যকুমার ৬১, পান্ত ১৭*, শ্রেয়াস ৫, ভেঙ্কাটেশ ৪, আকসার ১*; সাউদি ৪-০-৪০-১, বোল্ট ৪-০-৩১-২, ফার্গুসন ৪-০-২৪-০, স্যান্টনার ৪-০-১৯-১, অ্যাস্টল ৩-০-৩৪-০, মিচেল ০.৪-০-১১-১)

ফল: ভারত ৫ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দা ম্যাচ: সূর্যকুমার যাদব।

সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজে ১-০ তে এগিয়ে ভারত।

কুম্বলের জায়গায় আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ

দুবাই, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসির ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এতদিন এই কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন অনিল কুম্বলে। প্রাক্তন ক্রিকেটার হিসেবে ছিলেন রাহুল দ্রাবিড় এবং মাহেলা জয়বর্ধনে। এই কমিটির পর্যবেক্ষক ছিলেন সৌরভ। কিন্তু এবার সরাসরি কুম্বলের পরিবর্তে আইসিসির ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান করা হল বিসিসিআই সভাপতিকে।

মঙ্গলবার আইসিসির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ন''বছর ধরে আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন অনিল কুম্বলে। ২০১২ সালে ক্লাইভ লয়েডের থেকে দায়িত্ব নিয়েছিলেন কুম্বলে। ২০১৯ সালে তিন বছরের জন্য আবার তাঁকে পুনঃনির্বাচিত করা হয়েছিল।

চলতি বছরই কুম্বলের মেয়াদ শেষ হল। এবার তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিচ্ছেন সৌরভ।

একটি বিবৃতিতে আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে বলেন, ''আইসিসি ক্রিকেট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলিকে স্বাগত। বিশ্বের একজন অন্যতম সেরা ক্রিকেটার এবং পরবর্তীকালে দক্ষ প্রশাসক হিসেবে সৌরভের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে ক্রিকেট সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি দীর্ঘ ন''বছর ধরে আইসিসিকে ক্রিকেটের উন্নতিতে সাহায্য করার জন্য অনিল কুম্বলকে ধন্যবাদ জানাব।''

টি-২০ বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ না জেতার জেরে বাংলাদেশ দলে চার নতুন মুখ

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপে খারাপ ফলের জেরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে চার নতুন মুখ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলে।

বিশ্বকাপে মূল পর্বে একটি ম্যাচও জিততে পারেনি বাংলাদেশ। যোগ্যতা অর্জন পর্বে তাদের হারতে হয়েছে স্কটল্যান্ডের কাছেও। ফলে টি-২০ দলের খোলনলচে বদলে ফেলতে চাইছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।

দুই ব্যাটসম্যান সইফ হাসান, ইয়াসির আলি চৌধুরি, উইকেটরক্ষক আকবর আলি এবং জোরে বোলার সহিদুল ইসলামকে দলে নেওয়া হয়েছে। এই চারজন এই

বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন দুই ওপেনার লিটন দাস ও সৌম্য সরকার। জোরে বোলার রুবেল হোসেন বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ খেলেননি। তিনিও বাদ পড়েছেন। চোটের জন্য নেই অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসান এবং মহম্মদ সইফুদ্দিন। দলে নেই এবং উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মুশফিকুর রহিমও। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঢাকায় বাংলাদেশের টি-২০ সিরিজ শুরু ১৯ নভেম্বর। পরের দুটি ম্যাচ ২০ ও ২২ নভেম্বর।

বাংলাদেশ দল: মাহমুদুল্লাহ (অধিনায়ক), নইম শেখ, নাজমুল হোসেন শান্ত, আফিফ হোসেন, নুরুল হাসান, মেহদি হাসান, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, মুস্তাফিজুর রহমান, শোরিফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, শামিম হোসেন, নাসুম আহমেদ, সইফ হাসান, ইয়াসির আলি চৌধুরি, সোহিদুল ইসলাম, আকবর আলি।

ব্রাজিল ম্যাচ ড্র করেও কাতারের পথে মেসির আর্জেন্টিনা

বুয়েনস আইরিস, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : লাতিন আমেরিকার বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে বুধবার গোলশূন্য ড্র হয়ে গেল ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর আর আরও ৫ মিনিট ইনজুরি টাইমের খেলা হলেও কোনো দলই গোলের জালে বল পাঠাতে পারেনি।

ম্যাচ ছিল মেসিদের হোম ম্যাচ। আর্জেন্টিনার সান হুয়ানে ভারতীয় সময়ে বুধবার ভোরে ছিল ম্যাচটিতে। ৯০ মিনিটের লড়াইটিতে মোট ফাউল হয়েছে ৪২টি। দুদলই সমান সংখ্যক ২১ বার ফাইল করে। বল দখলে হিসাবে দেখা যাচ্ছে আর্জেন্টিনা একটু এগিয়ে থাকলেও একে অপরের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল সমানে-সমানে। এই বিভাগ থেকে ব্রাজিল বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলা আগেই নিশ্চিত করে নিয়েছিল। তাই এই ম্যাচ তারা চাপমুক্ত হয়েই খেলতে নেমেছিল। কিন্তু কাতারের পথে নিজেদের আরেকটু এগিয়ে রাখার সুযোগ ছিল আর্জেন্টিনার। পয়েন্টের নিরীখে সমীকরণ ছিল, আর্জেন্টিনাকে জিততে হত এবং অন্য ম্যাচগুলোর ফল মেসিদের পক্ষে এলে- এই ম্যাচের পরই পেয়ে যেতো ২০২২ বিশ্বকাপের টিকিট।

যদিও ম্যাচের প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যে গোল পেয়ে যেতে পারতো ব্রাজিল। কাউন্টার অ্যাটাক থেকে অনেকটা ফাঁকায় বল পেয়েছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। কাজে লাগাতে পারেননি। বিরতির ঠিক আগে আর্জেন্টিনার সামনে সুযোগ এসেছিল। ব্রাজিলের 'লাস্ট ডিফেন্স' অ্যালিসন বেকার সেই পতন রুখে দেয়।

পুরো সুস্থ না থাকলেও, লিওনেল মেসিকে প্রথম একাদশে রেখেই ব্রাজিলের মুখোমুখি হয়েছিল- আর্জেন্টিনা। মেসির সঙ্গে এই ম্যাচে শুরু করেছিলেন কোপা আমেরিকা জয়ের দুই নায়ক- অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া ও লাওতারো মার্টিনেজ। সেরা দল নিয়েই নেমেছিল আর্জেন্টিনা।

উইলিয়ামসনের পর জেমিসন, রোহিতদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে নেই তিনিও

জয়পুর, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ সিরিজে খেলবেন না কাইল জেমিসন। কেন উইলিয়ামসনের মতো ভারতের বিরুদ্ধে শুধু টেস্ট সিরিজে খেলবেন এই কিউয়ি অলরাউন্ডার। ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ড। আজ বুধবার থেকে শুরু সেই সিরিজ।

আগামী ২৫ নভেম্বর কানপুরে প্রথম টেস্ট। সেখানে খেলবেন উইলিয়ামসন এবং জেমিসন। নিউজিল্যান্ডের কোচ গ্যারি স্টিড বলেন, "আমরা উইলিয়ামসন এবং জেমিসনের সঙ্গে কথা বলেছি, ওরা টি-২০ সিরিজে খেলবে না। টেস্টের জন্য তৈরি হবে ওরা। টেস্ট সিরিজে খেলবে এমন অনেক ক্রিকেটারই টি-২০ সিরিজে খেলবে না।"

তবে এই টি-২০ সিরিজে লকি ফার্গুসন খেলতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। এপ্রিল মাসের পর ফের টি-২০ ক্রিকেটে তিনি। দ্বিতীয় ম্যাচ শুক্রবার। তৃতীয় টি-২০ ম্যাচ হবে কলকাতায়। রোহিত শর্মা এই সিরিজে প্রথম বার অধিনায়ক হিসেবে খেলতে নামবেন টি-২০ ক্রিকেটে। সেই সঙ্গে অভিষেক হতে চলেছে কোচ রাহুল দ্রাবিড়েরও।

জোড়া বিস্ফোরণ, অল্পের জন্য বাঁচলেন ভারতীয় প্যারা ব্যাডমিন্টন তারকারা

কাম্পালা, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : বিস্ফোরণের হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ভারতীয় প্যারা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়রা। বর্তমানে উগান্ডার কাম্পালার টিম হোটেলে রয়েছেন ভারতের তারকারা। সেই হোটেলের কাছেই মঙ্গলবার জোড়া বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছেন বলে খবর।

উগান্ডায় বসেছে প্যারা ব্যাডমিন্টন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসর। তাই সে দেশের রাজধানীর একটি হোটেলেই রাখা হয়েছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের। আর সেখানেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকলেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, একটি হোটেল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরেই ঘটে জোড়া বিস্ফোরণ।

প্রায় পর পর দু'টি বিস্ফোরণে ছড়ায় তীব্র আতঙ্ক। জনবহুল এলাকা হওয়ায় অনেকেই বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদ্বেগ বাড়ে ভারতের। তবে দেশের প্যারা ব্যাডমিন্টন সংস্থার তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে যে সব খেলোয়াড়ই সুরক্ষিত আছেন। পূর্বপরিকল্পনা মাফিকই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে তদন্তে নেমে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ এর দায় স্বীকার করেনি।

PCM-Group-এর অফলাইন কাউন্সিলিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা TBJEE, PCM-Group-এর মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে অনলাইন কাউন্সিলিং-এর পর TIT, Narsingarh; Techno College of Engineering, Agartala এবং ICFAI University-তে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিভাগের খালি আসনগুলি পূরণ করার জন্য অফলাইন কাউন্সিলিং-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দিনগুলিতে কাউন্সিলিং-এর দিন ধার্য করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কলেজের নাম	কাউন্সিলিং-এর তারিখ ও সময়	Phone No. and Web site link	মন্তব্য
১	TIT, Narsingrh,	২০/১১/২০২১	0381-234-2330 https://titagartala.ac.in/b-tech-admission/	প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজের সাথে দেওয়া ফোন নং অথবা ওয়েব সাইট-এ যোগাযোগ করার জন্য বলা যাচ্ছে।
২	Techno College of Engineering, Agartala	২১/১১/২০২১	9774810480 www.tiaedu.org/?page_id=538	
৩	ICFAI University	২২/১১/২০২১	9436548376 9862454830 https://iutripuraadmisions.winnou.net/	

TJEE-2021-এর মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যাহারা এখনো ভর্তির সুযোগ পায়নি তাদেরকে নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট কলেজের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বলা যাইতেছে। ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সিলিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্রাদির অরিজিনাল ও প্রত্যায়িত কপি ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য বলা যাইতেছে।

বিঃ দ্রঃ- ছাত্র-ছাত্রীদের কাউন্সিলিং-এর দিনগুলোতে সকাল ১১টার মধ্যে নিজে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

Sd/- Illegible
Chairman
Tripura Board of Joint Entrance Examination

ICA-D-1267/2021-22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচন উপলক্ষে ইভিএম কমিশনিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

মানব কল্যাণে কিছু করতে পারলেই জীবনে স্বার্থকতা আসে: সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। মানব ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই মানব কল্যাণের মধ্য দিয়েই মানব ধর্ম পালন করা যায়। মানব ধর্ম যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই সমাজ সুন্দর হয়। আজ ভগৎ সিং যুব আবাসে এনএসএস-র রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে তিনি আরও বলেন, এনএসএস-র সদস্য সদস্যারা মানব সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। সমাজসেবা ও সামাজিক উন্নয়নে অংশীদার হয়ে এনএসএস গৌরব জনক ভূমিকা পালন করছে। রক্তদান হচ্ছে মহৎ দান। এনএসএস রক্তদানে এগিয়ে আসায় তিনি তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, সমাজের কল্যাণে ও মানব কল্যাণে কিছু করতে পারলেই মানব জীবনে স্বার্থকতা আসে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সেবা ধর্মের উল্লেখ করে ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশী করে সমাজসেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সেখানে রক্তদাতাদের সঙ্গে দেখা করে তাদের উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, "কোভিড-১৯" মহামারীর সময়ে যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন তাদের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। রক্তদান জীবন বাঁচায়। যাদের রক্তের প্রয়োজন আছে তারা যাতে সময়মত সুলভে উৎকৃষ্ট রক্ত পান তা সুনিশ্চিত করতে রক্তদানে সচেতনতা বাড়াতে হবে।থ্যালাসেমিয়া রোগীদের নিয়মিত ভাবে রক্ত নিয়ে সুস্থ থাকতে হয়। তাই ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে টাটকা রক্তের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তিনি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা,সরকারী /বে-সরকারী সংগঠন এবং সাধারণ মানুষের কাছে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যাতে জরুরী ভিত্তিতে আমাদের প্রয়োজনে ব্লাড ব্যাংক গুলোতে রক্তের মজুতের পরিমান সঠিক মাত্রায় বজায় থাকে। এর জন্য অনেক বেশি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির সংগঠিত করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে বলে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা,উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য হতে হবে। মানুষের জীবন বাঁচানো মনুষ্যত্বের একটি বড় দিক।রক্তদান করলে রক্তদান কারীরাও অনেক রকম ভাবে সুস্থ থাকতে পারেন এবং রক্তদান করলে রক্তদানীর শরীরে যদি কোনো ধরণের সমস্যা থেকে থাকে তাহলে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা ধরা পড়ে যায়। রক্তদান এখন আমাদের রাজ্যে উৎসবের আকার ধারণ করেছে। মানুষের চেতনার আমূল পরিবর্তনের ফলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে। তিনি সকলের কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন, শুধু রাজধানী আগরতলা কেন্দ্রিক রক্তদান শিবিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা রাজ্যে এ ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে। রক্তের স্বল্পতাজনিত সংকটময় মুহুর্তে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এন.এস.এস এর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এবং রক্তদান করার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, এন.এস.এস ত্রিপুরা স্টেট ইউনিট রক্তদানের মতো মহৎ কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে নিজেদের ত্যাগ ও সেবার কথা আরও একবার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে, এর জন্য আমরা সবাই গর্বিত।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসে নজির সৃষ্টি করেছেন এই সংগঠনের সাথে যুক্ত সদস্য-সদস্যারা। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এন.এস.এস ইউনিট গুলো

বিভিন্ন সময়ে নিরলস ভাবে নানা ধরণের সমাজ সেবামূলক কাজ করে চলেছেন 'এন.এস.এস ত্রিপুরা স্টেট ইউনিটের'-সদস্য-সদস্যারা। মন্ত্রী রক্তদান শিবিরে উপস্থিত সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনএসএস আধিকারিক ড় চিত্রজিৎ ভৌমিক। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা ও উপঅধিকর্তা বিপ্লব কুমার দত্ত। সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপঅধিকর্তা বনজিৎ বাগচী।

ভারতের কাছে গণতন্ত্র শুধু ব্যবস্থা নয় প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবণতা : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): গণতন্ত্র ভারতের কাছে শুধুমাত্র ব্যবস্থা নয়, গণতন্ত্র হল ভারতের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক প্রবণতা। বুধবার হিমাচল প্রদেশের শিমলায় আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারস-এর ৮২ তম সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভার্চুয়ালি এই সেশনে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আগামী বছরগুলিতে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে আমাদের। অসামান্য লক্ষ্য অর্জন করতে হবে আমাদের। সকলের প্রচেষ্টায় এই সংকল্প সম্পন্ন করা সম্ভব। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আমরা যখন গণতন্ত্রে সকলের প্রচেষ্টার কথা বলি, তখন সমস্ত রাজ্যের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সমস্ত রাজ্যকে একত্রিত করে বড় সংগ্রাম করেছে দেশ, যা এককথায় ঐতিহাসিক। ভারত ১১০ কোটি ভ্যাকসিন ডোজের মাইলফলক অতিক্রম করেছে, যা একসময় অসম্ভব মনে হত, এখন তা সম্ভব হচ্ছে।' শিমলায় আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রিসাইডিং অফিসারস-এর ৮২ তম সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'আমার ধারনাগুলির মধ্যে অন্যতম হল "ওয়ান নেশন ওয়ান লেজিসলেটিভ" প্ল্যাটফর্ম - একটি পোর্টাল যা আমাদের সংসদীয় ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধনই করবে না, বরং দেশের গণতান্ত্রিক ইউনিটগুলিকে সংযুক্ত করতেও কাজ করবে।'

১৯ নভেম্বর ঝাঁসি সফরে যাচ্ছেন মোদী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ১৯ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের ঝাঁসি সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সেক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক উদ্যোগের সূচনা ও দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে বুধবার জানানো হয়েছে, আগামী ১৯ নভেম্বর উত্তর প্রদেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন ৬,২৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করবেন তিনি।

অসম পুলিশের হাতে আটক গাঁজা সহ গ্রেপ্তার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ নভেম্বর।। এবার রাজ্য পেরিয়ে অসমে প্রবেশের পথে অসম পুলিশের হাতে আটক গাঁজা সহ এক পাচারকারী।অসম ত্রিপুরা সীমান্তের অসম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশ একটি নৈশ্য বাসে তল্লাশি চালিয়ে সাত কেজি শুকনো গাঁজা সহ কামাল হক নামের এক পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়।ধৃতের বাড়ি মেলাঘরে।একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে অসম পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করবে। প্রশ্ন রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বুধবার সন্ধ্যা রাতে রাজ্য পেরিয়ে অসমে প্রবেশের পথে করিমগঞ্জ জেলার অসম ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশের হাতে গাঁজা সহ ধরা পড়ল এক পাচারকারী।ধৃতের নাম কামাল হক(৩৮)।তার বাড়ি সিপাহীজলা জেলার মেলাঘর এলাকার উরামাই গ্রামে বলে জানা গেছে।অসম পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গৌহাটি গামী খজ্র০৫/৮৩৮২ নম্বরের নেটওয়ার্ক ট্রাভেলসের নৈশ্য বাসে রাজ্য অতিক্রম করে অসমের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টে পৌছালে গাড়িটিতে রুটিন তল্লাশি করে কর্তব্যরত অসম পুলিশ।এই রুটিন তল্লাশিতে নেতৃত্ব দেন চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল। তল্লাশি চলাকালীন সময় উক্ত নৈশ্য বাস থেকে অভিযুক্ত যাত্রীর ব্যগ থেকে সাত কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে অসম পুলিশ।যার বাজার মুল্য অনুমানিক সত্তর হাজার টাকার মত হবে বলে জানিয়েছে অসম পুলিশ।বর্তমানে গাঁজা সহ আটক ব্যক্তিটি চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পাশাপাশি অসম পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।বৃহস্পতিবার ধৃত পাচারকারী কামাল হককে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করবে অসম পুলিশ। পাশাপাশি অসম পুলিশ সূত্রে আরো জানা যায়,ধৃত পাচারকারী কামাল হক আগরতলা-শিলচর যাত্রীবাহী ট্রেনে করে ধর্মনগর আসে। তারপর ধর্মনগর থেকে উক্ত নৈশ্য বাসে করে গৌহাটির উদ্দেশ্যে শুকনো গাঁজা গুলি নিয়ে যাচ্ছিল।তবে রাজ্যের রাষ্ট্রপতি কালার্স প্রাপ্ত পুলিশ বাবুদের মুখে ঝামা ঘষে পুনরায় অসম পুলিশ গাঁজা সহ অভিযুক্ত পাচারকারীকে জালে তুললেও রাজ্য পুলিশ শীত ঘুমে। ইদানিং কালে রাজ্য পেরিয়ে অসমে প্রবেশের পথে অসম পুলিশের হাতে অবৈধ বাংলাদেশী সহ বিভিন্ন নেশা সামগ্রী উদ্ধার হলেও রাজ্যের অকর্মণ্য পুলিশ সম্পূর্ণ রুপে ব্যার্থ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ধর্মনগরে পুর নির্বাচনের প্রচার জমজমাট হয়ে উঠছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। পুর ভোটকে সামনে রেখে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর পরিষদে শাসক বিজেপি দলের নির্বাচনী প্রচার ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছে।ভোটারদের মন জয় করতে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে সামিল হচ্ছেন প্রার্থীরা। পুর ভোটকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যের সাথে উত্তরের ধর্মনগরে শাসক বিজেপি দলের নির্বাচনী প্রচার অব্যাহত। ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৫ টি আসনের মধ্যে শাসক দল বিজেপি ২৫ টি আসনেই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে।অনেক আসনে সিপিআইএম, কংগ্রেস, তৃনমূল কংগ্রেস ও নির্দলীয় প্রার্থীরাও বিজেপি প্রার্থীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।তবে পূর্বের সিপিআইএম শাষিত ধর্মনগর পুর পরিষদ দখলে মরিয়া শাসক দল বিজেপি।

প্রতিদিন শাসক বিজেপি দল তাদের মনোনীত প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী প্রচার করে যাচ্ছে।আজও ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৩ নং ওয়ার্ডের মনোনীত প্রার্থী সুরজিৎ নাগের সমর্থনে সিগন্যাল বস্তি এলাকায় এক নির্বাচনী উঠান সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বাগবাসা মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব, সাধারণ সম্পাদক কনক নাথ,২৩ নং ওয়ার্ডের মনোনীত প্রার্থী সুরজিৎ নাগ সহ দলীয় কর্মী গন। নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব বলেন,বিগত সিপিআইএম শাসনকালে ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৩ নং ওয়ার্ডের অধীন সিগন্যাল বস্তি এলাকায় কোন উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। এলাকায় এখনো চলাচলের জন্য রাস্তা ঘাট পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি হয়নি।নেই অনেক পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ।নেই পানিয় জলের সুবন্দোবস্ত। কৃষি জমির মধ্য দিয়ে সিগন্যাল বস্তি এলাকার জনগণ আসা-যাওয়া করতে বাধ্য হয়।পুর পরিষদ এলাকায় এমন অবস্থা, ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই বাস্তব। মন্ডল সভাপতি সুদিপ দেব বলেন, পূর্বের পুর পরিষদ এলাকায় সিপিআইএম দল ১০৭ টি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বন্টন করেছে। কিন্তু ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিপিআইএম দলের দখলে পুর পরিষদ থাকা সত্ত্বেও ৭ শতাধিক ঘর বন্টন করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন,এবার গনদেবতারা সিপিআইএম দলের অভিনয় বোঝে গেছেন।তাই সতস্ফুর্ত ভাবে এগিয়ে এসে ধর্মনগর পুর পরিষদের ২৫ টি আসনেই বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করবেন,তা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি আরো বলেন,২৩ নং ওয়ার্ডে বিরোধী দল গুলি তাদের পরাজয় নিশ্চিত জেনে বিজেপি দলের ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন ধ্বংস করছে।

অর্ডিন্যান্স জারির তিনদিনের মধ্যেই ইডি আধিকারিকের চাকরির মেয়াদ বাড়াল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : অর্ডিন্যান্স জারির পর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইডি আধিকারিক সঞ্জয় কুমার মিশ্রর চাকরির মেয়াদ ১ বছর বাড়িয়ে দিল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবারই ইডির ডিরেক্টর পদে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল তাঁর। গতবছরও একইভাবে সঞ্জয়কুমার মিশ্রর মেয়াদ বাড়ায় কেন্দ্র। সেসময় এ নিয়ে বিতর্কও হয়।

রবিবারই কেন্দ্রের তরফে এক বিবৃতি জারি করে ঘোষণা করা হয়, সিবিআই বা ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডিরেক্টরদের চাকরির মেয়াদ ২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৫ বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে। সিবিআই এবং ইডির আধিকারিকদের নির্ধারিত দু'বছরের মেয়াদ শেষে তা আরও একবছর করে তিনবার বাড়ানো যেতে পারে। সেসময় গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, সঞ্জয় মিশ্রর চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই অধ্যাদেশ জারি করেছে কেন্দ্র।

আসলে সম্প্রতিই সঞ্জয়কুমার মিশ্রর মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ২০১৮ সালে প্রথমবার সঞ্জয়কে দু'বছরের জন্য নিয়োগ করে মোদী সরকার। গত বছর তাঁর মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু গতবছর নভেম্বর মাসে সঞ্জয় মিশ্রর চাকরির মেয়াদ একবছরের জন্য বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মোদী সরকার।

জম্পুইজলা বুখরুই কমিউনিটি হলে জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন জম্পুইজলা মহকুমা শাসক সঞ্জীব দেববর্মা। বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় জম্পুইজলা বুখরুই কমিউনিটি হলে। উদ্বোধনী ভাষণে মহকুমা শাসক সঞ্জীত দেববর্মা বলেন এই প্রথম জম্পুইজলা এলাকায় জেলাভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে বিশালগড় এবং সোনামুড়া মহকুমায় হয়েছে। এই কলা উৎসবের মূল লক্ষ্য হলো প্রতিভা খুঁজে বের করা। এই বছর কলা উৎসবে ৯ ক্যাটাগরিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক নাচ, গান এবং আর্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই এই কলা উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। দুইদিনব্যাপী চলবে এ কলা উৎসব। এই কলা উৎসবে প্রতিযোগিতামূলক ৯টি ক্যাটাগরির অনুষ্ঠানে যারা প্রথম, দ্বিতীয় হবে তারা রাজ্যভিত্তিক কলা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে। যারা রাজ্যভিত্তিক কলা উৎসবে প্রথম দ্বিতীয় হবে তারা ন্যাশনাল লেভেল কলা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে অর্থাৎ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনা কালে জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ বলেন জম্পুইজলা মহকুমাশাসক, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ সকলের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে করতে পেরে আমি অত্যান্ত খুশি। আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাজীব দেববর্মা, জেলার উপ-শিক্ষা অধিকর্তা কুহেলি দেববর্মা, এন্টনি দেববর্মা, জম্পুইজলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পঞ্চমোহন জমাতিয়া, অনুষ্ঠানের কনভেনার জম্পুইজলা এইচডি মেমোরিয়াল হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল এর প্রধান শিক্ষক ধর্মচরণ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। মহতি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ। এদিনের উৎসবে ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আবেদনের অধিকার পেলেন কুলভূষণ যাদব

ইসলামাবাদ, ১৭ নভেম্বর (হি.স) : কুলভূষণ যাদবের মামলায় ফের পিছু হটল পাকিস্তান। আবারও আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিল পাক সংসদ। পাকিস্তানের সংসদে পাশ হল নয়া বিল, যার ফলে কুলভূষণ যাদবও তাঁর বিরুদ্ধে চলা মামলা পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারবেন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে এই আইন সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল পাক সরকার। যদিও সে দেশের বিরোধী দলগুলি প্রবল বিরোধিতা করে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই দাবি ধোপে টেকেনি। চলতি বছরে ১০ জুনে কুলভূষণ যাদবের মামলাটিকে সামনে রেখে পাকিস্তানের সংসদে পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা আইন বিলটি আনা হয়। বুধবার সেই বিলটিই কার্যকর হল। মান্যতা দেওয়া হল আন্তর্জাতিক আদালতের নির্দেশকে।

প্রসঙ্গত, কুলভূষণ যাদব বছর পঞ্চাশের প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা অফিসার। ২০১৭ সালে গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে কুলভূষণ যাদবকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দিয়েছিল পাকিস্তানের সেনা আদালত। এরপর থেকেই ভারতের আবেদনের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আদালতে কুলভূষণ যাদবের মামলাটি চলছে। মামলায় কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ড রদের আবেদন জানায় ভারত।

৬৮তম সমবায় সপ্তাহ অনুষ্ঠিত কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর: ১৭ নভেম্বর।। গোটা রাজ্যেই সমবায় দপ্তর এবং ত্রিপুরা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর সপ্তাহ ব্যাপী ৬৮ তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপিত হচ্ছে। এরই অংগ হিসেবে আজ অর্থাৎ ১৭ ই নভেম্বর ২০২১ ইংরেজি বুধবার কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে খোয়াই জেলা ভিত্তিক প্রতিপালন, নতুনত্ব ,কর্মসংস্থান এবং পেশাদারিকরণে সমবায়ের ভূমিকা* শীর্ষক এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

শুরুতেই সমবায়ের পতাকা উত্তোলন করেন দপ্তরের উপ নিয়ামক শান্তি রঞ্জন দেববর্মা। এরপর এই আলোচনাচক্রের প্রধান অতিথি বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিরা মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই আলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করেন।

স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে দপ্তরের উপ নিয়ামক শান্তি রঞ্জন দেববর্মা সমবায়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি আগামী দিনে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমবায়ের বিস্তার ঘটবে বলে তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমবায় দপ্তর আয়োজিত সপ্তাহ ব্যাপী সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা চক্রে প্রধান অতিথি বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান সময়ে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে সমবায়ের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি এই সময়ের মধ্যে সরকার নতুন করে যেভাবে সমবায় গুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে নেওয়ার প্রয়াস গ্রহন করছেন সেগুলি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। আগামী দিনে সাধারণ মানুষ যেন আরও বেশি বেশি করে সমবায়ের আওতায় এসে নিজেকে সাবলম্বী করার পাশাপাশি রাজ্যকে ক্রমান্বয়ে উন্নত করার দিকে এগিয়ে যান সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এর পাশাপাশি দপ্তর যাতে বিভিন্ন পদ্ধতিগত সরলীকরণ এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগী হয় সে বিষয়েও আলোকপাত করেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী।

আলোচনা করতে গিয়ে রামচন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে আগামী দিনে সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। খোয়াই জেলা পরিষদের সভাপতি জয়দেব দেববর্মার সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন কল্যাণপুর ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব পাল, ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান ইন্দ্রানী দেববর্মা, জেলা পরিষদের সদস্যা জলি বর্মন প্রমুখরা। আলোচনাচক্রের শুরুতেই স্থানীয় জাতি এবং জনজাতি শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন, যার মধ্যে জনজাতিদের প্রচলিত মামিতা নৃত্য হলঘরে উপস্থিত সকলকে দারুণভাবে আনন্দিত করে।

আগরতলা পুর নিগমের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর ভোট প্রচারে অভিনেতা সুহম চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।